অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৭ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্,—কলিকাত

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী ;

মেট্‌কাফ্ প্রেস্,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

মূল্য কাগজ ও মলাটের তারতম্য-অনুসারে

উৎসর্গ।

যাঁহার হৃদয় হাস্যরস ও করুণরস—উভয় রসেরই

অপূর্ব্ব উৎস,

যাঁহার কবিতাসুন্দরী বীরাঙ্গনার মত ভূর্জ্জপত্রে শত পত্র লিখিয়া

আদর্শ-দেবের সমীপে পাঠাইয়াছেন,

সেই কবিবর বন্ধুবর রসময়

রসময় লাহাকে

এই "অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা"

প্রীতি-উপহার-স্বরূপ সাদরে অর্পিত হইল।

নিবেদন।

কাল ৺শারদীয়া পূজার আরম্ভ। শ্রীভগবানের অপার মহিমা-প্রভাবে ও তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ-বলে, গত দশ দিনের মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া আজ (৩০এ আশ্বিন—বুধবারে) প্রকাশিত হইল। আমার বন্ধুবর সুকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত "দেউল" কাব্যও অদ্য প্রকাশিত হইত; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে বলিয়া, তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০।১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুত্রপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ সরকার বি, এ—শ্রীকৃষ্ণপাঠশালার হেড্‌মাষ্টার—যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি তিনি "একা—একশত" হইয়া খাটিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য-ব্যতিরেকে এ "অসাধ্য" কখনই "সাধ্য" হইত না। আশীর্ব্বাদ করি তিনি সর্ব্বপ্রকার আনন্দের ভাগী হউন।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুযুগল: চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ও সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়—মুক্তহস্তে নিজ নিজ লাই-

ব্রেরীর মাসিক পত্রাদি দিয়া প্রেস্‌গুলির জন্য কাপি প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-গুণে এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রন্থগুলির কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এজন্য আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

গত দুই তিন দিবসের মধ্যে Acme প্রেসের আমার বন্ধুরা,—কবি চিত্তরঞ্জন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষও আমার ফটোর ব্লক্ প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া আমাকে যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছেও আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

বাণী প্রেস, এমেরাল্ড প্রেস, নিউ ইণ্ডিয়া প্রেস, সাণ্ডেল প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র,স্নেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,মোহিতমোহন মজুমদার, কৃষ্ণবিহারি গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে,আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছেন ; এজন্য তাঁহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, "অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল", "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" প্রভৃতি "অপূর্ব্ব হইল" কি প্রকারে? ইহার উত্তরে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,—এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। এই জন্যই তাহারা অপূর্ব্ব! বড মানুষের ঘরের ঝি চাকরও বড় মানুষ!

"অশোক গুচ্ছ" কাব্যে, "স্বর্ণলতা" কবিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায়, কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই—স্বর্ণলতার পিতা ঘোর মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্যার হাতে একটি দু-আনি ছিল; অনুরোধস্বত্বেও বালিকা সে দু-আনি মাতাল পিতাকে দেয় নাই,—এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়া গেল, কিন্তু সে, নিজমুখে, কন্যা-হন্তার নাম প্রকাশ করে নাই।

অবকাশ-অভাবে "মালঞ্চে"র ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। তা হউক্,—Good wine needs no bush.

গ্রন্থগুলিতে শত শত ত্রুটী রহিয়া গেল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সূচীপত্র।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা।

বন্দনা।

কবিগুরু মাইকেল মধুসূদনের প্রতি।

হে মধু, আছিলে যবে এই ধরাধামে,
ছিল তব ও বদন সুহৃৎ-রঞ্জন,
নীলোৎপল, ঢলঢল সহাস লোচন,—
মোহিনী কবিতা দেবী, রতি যথা কামে,
গলে দিয়া বরমাল্য, ও মূর্ত্তি সুঠামে
মোহিয়া, সৃজিয়া মরি নব বৃন্দাবন,
কেলি-কদম্বের তলে, শ্রীমধুসূদন,
অর্চ্চিলা ও পাদপদ্ম, রাধা যথা শ্যামে!
হে গুরু, কখন তোমা দেখিনি নয়নে,
কিন্তু দেব, দ্রোণ-শিষ্য একলব্য-সম,
মানসে গড়িয়া তব মূর্ত্তি নিরুপম,
শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা তোমারি সদনে!
যারে শর! স্বর্গে গিয়া শ্রীগুরু-চরণ
ক'রে আয়, ক'রে আয় আনন্দে বন্দন!

দশরথের প্রতি কৈকেয়ী।

হে রাজেন্দ্র! বামনেত্র করিছে স্পন্দন
মুহুর্মুহুঃ! হেরিয়াছি গত নিশাকালে,
ইন্দু-হাসি ইন্দু-ভাতি অমলা কমলা!
পদ্মালয়া, পদ্মগন্ধে মোহিয়া আমারে,
সুখস্বপ্ন-ফুলদল ঢালিয়া পরাণে,
কহিলেন বীণাস্বরে আনন্দরূপিণী,—
"স্নান করি, শুদ্ধচিত্তে, সরযূর নীরে,
বিনাইয়া চারু বেণী, পর নীলাম্বরী,
লো কৈকেয়ি! ভাগ্যবতি, রঞ্জিয়া চরণ
অলক্তে, সর্ব্বাঙ্গে কর চন্দন-লেপন।
নিশান্তে পাইবি তুই ধনরত্নরাশি।
তরুতলে দাঁড়াইলে, শারদী শেফালী
ঢালি' দেয় যথা ফুল্ল ফুল রাশি রাশি
নিশান্তে, নিশান্তে, কালি, দশরথ রাজা
ভরি' দিবে ও অঞ্চল রতনে রতনে!
বিশাল ললাটে তোর, ওলো সুলোচনা,
জ্বল্ জ্বল্ জ্বলে আজি সৌভাগ্য-তারকা!
পোহাইল বিভাবরী; এই রাজপুরী
আনন্দে করিছে নৃত্য; চঞ্চলা, বিকলা,

অধীরা, খসিয়া পড়ে কবরী-কুসুম,—
করিয়াছে পান যেন সুতীব্র মদিরা !
বাজে বীণা ; প্রাণ ঢালি' বাজিছে মুরলী ;
ফুল-ছড়াছড়ি আর ফুল-কাড়াকাড়ি,—
অকাল-বসন্ত যেন এসেছে, এসেছে !
পরি' ফুলদাম, পাতি' ফুলশয্যা, মরি,
সাজিয়াছে রসময়ী নবীনা নাগরী
যেন এ নগরী ! কলহাস্যে নেচে উঠে
তরুণ, তরুণী। ধায় চৌদিকে, কৌতুকে,
সুসজ্জিত লোকসঙ্ঘ, পঙ্গপাল সম !
কেন না ফলিবে আজি সুখ-স্বপ্ন মম ?
আজ্ঞা দাও, আজ্ঞা দাও, আনিতে ত্বরিতে
মহারাজ ! রাজহর্ম্ম্যে আছে সে উজ্জ্বল
রত্নরাজি, নেত্রসুখ, নয়ন-কৌমুদী,
সুন্দরীর শুভ্রহাসি, শুভদৃষ্টি সম !
অবশ্য ফলিবে আজি সুখস্বপ্ন মম।
'কঞ্চুকীরে পাঠাইয়া, রত্নাগার খুলি,'
আজ্ঞা দাও, আজ্ঞা দাও, আনিতে ত্বরিতে।
নিরখি রত্নের ঘটা, কাঞ্চনের ছটা,
কে না জানে নারীকুল, হায় এ জগতে,

ঝাঁপাইয়া পড়ে সেই উজ্জ্বল অনলে,
বাহুপক্ষ বিস্তারিয়া, পতঙ্গের মত ?
সু-শুভ সংবাদ দেব ! সু-শুভ সংবাদ !
এ হেন কল্যাণ-বাণী শোননি জীবনে।
দাতৃশ্রেষ্ঠ ! তাই আজি, আশাদৃপ্তা হ'য়ে,
আসিয়াছি, আসিয়াছি কল্পতরুমূলে !
রাজপ্রসাদের লোভে, ভয় লজ্জা ছাড়ি',
দুঃসাহসে বাঁধি বুক, প্রগল্‌ভা কৈকেয়ী,
তাই আজি দিতে চায়, উৎফুল্ল-লোচনে,
তব শ্রীচরণে ভূপ, সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
সাত রাজন্যের ধন এ সংবাদ-মণি।
এ জোৎস্না-পরশে তব পরাণ-কৌমুদী
ফুল্ল হবে, সারা তুমি হইবে আহ্লাদে।
মুক্তহস্তে দাও তবে, দাও তবে আজি,
শত মুক্তাবলী আর শত রত্নাবলী
এ দাসীরে ! হে রাজেন্দ্র, দাও, দাও আজি
রত্ন-মালঞ্চের তব ফুল্ল ফুল-সাজি !
আরক্ত অশোক জিনি লাল পদ্মরাগ
(অলক্তের রাগ যেন কৌশল্যা-চরণে !)—
ইন্দ্রনীল, কামিনী-সোহাগ ! ইন্দুলেখা-

উদ্গারিণী চন্দ্রকান্ত মণি! গজমুক্তা
(হে রসিক, সুমিত্রার দন্তপাঁতি সম
কি উজ্জ্বল! লাবণ্যেতে সদা ঢলঢল)
দাও দাও স্বর্ণথালে আনি'! আন, আন,
নাগিনী-কুন্তল-শোভা অপূর্ব্ব মাণিক!
ঊষাহাসি জিনি আহা অনুপম হীরা,
(পাতিয়াছি দুই হস্ত!) দাও শীঘ্র করি!
বসন্ত-উৎসব-দিনে, হে চারু নাগর,
কৌশল্যার কমকণ্ঠে দিতে যাহা হাসি',
আন সেই স্বর্ণহার, জড়ায়ে যতনে
নাগদন্তে! রত্নচেলী, কাঞ্চন-কঙ্কণ,
সিঁথি, কাঞ্চি সম্মোহন, অরবিন্দ-ছটা!
হে সম্রাট্, তোমার ও বিরাট ঐশ্বর্য্য—
কি ভয়? কভু কি ক্ষয় হয় ও ভাণ্ডার?
পারিজাত, নাগেশ্বর, শ্রীহরিচন্দন,
(মদন-উৎসব-কথা পড়ে কি হে মনে?)
দেবপুষ্প সুমন্দার—অমৃত-ফোয়ারা,
খুলি' দাও! হে বল্লভ, পাদপদ্ম তব,
সত্যই ভেটিব আজি অপূর্ব্ব সংবাদে!
আইবুড়া-কাণে যথা বিবাহের কথা,

ঢালি দিব কাণে' তব, সঞ্জীবনী সুধা !
পাইবে নবযৌবন, ঘুচে যাবে জরা !
শুনিবে ? শুনিতে চাহ অমৃত-বারতা ?
শোন তবে মন দিয়া শ্রবণ-ললাম
এ সংগীত,—ইন্দ্রালয়ে উর্ব্বশীর গীতি !
ছাড়ি' এ ধর্ম্মের পুরী, হে অযোধ্যাপতি,
রুক্ষ জটা, হস্তে শূল, গেরুয়া বসন,
ভালে ললাটিকা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা,
দীঘল নিশ্বাস ফেলি' তব রাজপথে,
হেলায় হইয়ে পার, সরযূ, নর্ম্মদা,
লীলায় করিয়া ভেদ ঘোর বিন্ধ্যাটবী,
দূর পঞ্চবটী-বনে, নিবিড় কান্তারে,
কৈকেয়ি, ভৈরবীবেশে, যাবে চলে' আজি
ধর্ম্মরাজ ! এখনও চন্দ্রসূর্য্য উঠে,
আকাশে ; অধর্ম্ম করে পাপাচার যদি,
করে তাহা অন্ধকারে, দূর গৃহকোণে,—
লজ্জায়, মুখস্ পরি,' দুটি চক্ষু বুজি'।
তুমি আজি, হে নরেন্দ্র, কেমনে অবাধে,
দিয়ে জলাঞ্জলি তব কুলশীলমানে,
দিবাভাগে, তপনের তীব্র স্ফুটালোকে,

পূর্ব্ব সত্য পাসরিলে, ধর্ম্মে বিসর্জ্জিলে ?
হে সূর্য্যের বংশধর ! কোন্ মতিভ্রমে,
সূর্য্যের সুমুখে দিলা ছাই, ভস্ম, ধূলা ?
কেমনে, ভরতে লঙ্ঘি', রামচন্দ্রে আজি,
দিয়ে তুচ্ছ যৌবরাজ্য, হা ধিক্ নৃমণি !
মাথায় বহিতে চাও কলঙ্ক-পশরা ?
কিন্তু আমি বৃথা কেন করি এ রোদন
অরণ্যে ? অমিতবল, সর্ব্বশক্তিমান্
তুমি শত অশ্বমেধ-যজ্ঞে, হে রাজেন্দ্র,
বলীয়ান্ তুমি !—ভীম গঙ্গার প্রবাহে,
(হা লজ্জা !) রোধিবে কিসে ক্ষুদ্র ইন্দ্র-করী !
আমার কি সাধ্য দিব ধর্ম্ম-উপদেশ
তোমায়, ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ ? কে জ্বালে প্রদীপ
দিবসে ? কে বর দেয় বরদা চণ্ডীরে ?
শিখাইয়া দিবা আজি আমার ভরতে—
(আহা বাছা চিরদুঃখী !) চাঁচর চিকুর
মুড়াইয়া, মৃগচর্ম্ম পরি,' ক্ষীণ হস্তে
কমণ্ডলু ধরি', ভস্ম মাখি' সর্ব্ব অঙ্গে,
সাজিবে সে, আহা মরি ! নবীন সন্ন্যাসী ।
হে রাজন্ ! আমার এ পাষাণ পরাণ,—

পুত্রবরে ক্রোড়ে করি, মন্ত্র দিয়া কাণে
কহিব, 'যাওরে বাছা যমুনার ধারে,
বালক ধ্রুবের মত, দুটি হস্ত জুড়ি,'
ডাক রে কাতরে সেই রাজরাজেশ্বরে
অন্তরে অন্তরে,—বাছারে অযোধ্যা রাজ্য
কি ছার! পাইবি তুই অনন্ত সাম্রাজ্য।"
হে রাজর্ষি! জন্ম মম নহে নীচকুলে;
রাজার ঝিয়ারী আমি, রাজপুত্রবধূ!
ভুবনবিখ্যাত, রঘুবংশ-অবতংস
অধীনীর স্বামী! গালি দাও, কর ঘৃণা,
বক্ষে কর পদাঘাত, হে স্বামিন্ তবু,
কৌস্তুভরতন সম বুকে লব পাতি।'
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান; আশৈশব আমি
শিখিয়াছি এই মন্ত্র—পতিই দেবতা!'
নলিনীর কমকান্তি পোড়ায় অনলে
তপন, সে রবিপানে তবুও নলিনী
একদৃষ্টে চেয়ে থাকে পতিগতপ্রাণা!
হে নরেন্দ্র, ঘোর বনে, তপস্যার হেতু
পশিয়া, পূজিব যবে চণ্ডিকা দেবীরে,
হে স্বামি, করিব আগে কল্যাণ-কামনা

তোমার! মাগিব বর,—'দাও প্রাণনাথে
চির আয়ু, রসময় সুচির যৌবন।'
ইষ্ট দেবতারে, দেব, সাষ্টাঙ্গে প্রণমি',
মাগিব কৌশল্যা লাগি' অনন্ত যৌবন,
আয়ত কমলআঁখি, ফুল-শরে ভরা,
বিম্বাধরে হাসিরাশি, পীন পয়োধরে
কি লাবণ্য! সেই ললিত কঠিনস্পর্শে
হর্ষে টুটি' খসি' যাবে মুকুতার মালা।
বুকে দাগা দিলে তুমি,—তবু নরমণি,
মুক্তকণ্ঠে, তব যশ গাইব চৌদিকে।
গঙ্গাষ্টক, শিবস্তব, বিষ্ণুনাম-মালা,
গায় যথা ভক্তগণ, তব গুণাবলী
বিরচি', হে গুণিশ্রেষ্ঠ, জলধিগর্জ্জনে
উচ্চারিব, গঙ্গোত্রীর প্রপাতের মত
নিনাদিয়া; শুনাইব বিশ্ব-চরাচরে!
দুটি ঋষি বালিকারে কাছে ডাকি' আনি',
একেরে শিখায়ে দিব অপরে শুধাতে,
'ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন্ নরপতি?'
অপরা উত্তর দিবে আমার ইঙ্গিতে,—
'অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি।'

শিখাব বালকবৃন্দে এ ধর্ম্মকাহিনী।
পাঠশালে গুরু যবে শুধাবে বালকে—
'ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন্ নরপতি ?'—
বালক উত্তর দিবে, গম্ভীর-বদনে,—
'অযোধ্যার পতি, দেব, অযোধ্যার পতি !'
পতিপুত্রহারা যবে পথ-ভিখারিণী,
নিরাশ, সজলনেত্রে, পাটল অধরে,
হস্ত রাখি' মহাকষ্টে মরমের স্থলে,
কহিবে, 'কোথায় গেলে এ জ্বালা জুড়াবে ?
জগতে দীনের বন্ধু কোন্ মহামতি ?'
আমি আশ্বাসিব তারে মধুর বচনে,
'অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি !'
হরিদ্বারে, হৃষীকেশে, কাশীতে, পুষ্করে,
নৈমিষ-অরণ্যে, দূর বদরিকাশ্রমে,
ঋষিমণ্ডলীর মাঝে উঠিবে এ প্রশ্ন,—
'ভূমণ্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন্ মহামতি ?'
আমি দিব সদুত্তর, ত্রিশূল ঘুরায়ে,
'অযোধ্যার পতি, দেব, অযোধ্যার পতি !'
বাসরে সধবাবৃন্দ, করি হুড়াহুড়ি,
সুধাইলে কূট প্রশ্ন সুসজ্জিত বরে,—

'এই বিশ্বে অতুলন কোন নরপতি ?'
বর হয়ে সন্দিহান, তাকাবে চৌদিকে !—
কঙ্কণ-আঘাতে বরে চেতায়ে কৌতুকে,
রঙ্গিণীরা হাসি কবে, "শোন মূঢ়মতি,—
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি !"
কৈলাস শিখরে গিয়া হেরিব আহ্লাদে
হরগৌরী ! রক্তজবা, বিল্বদল দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' দোঁহে, বৃষভের গলে
কৌতুকে দোলায়ে দিব অতসীর মালা !
সুহাসিনী শুধাবেন, 'বললো যোগিনী,
বিশ্বমাঝে অতুলন কোন্ নরপতি ?'
আমি উত্তরিব, "মাগো কিনা জান তুমি ?
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি !"
শুনি' কথা, মহা হর্ষে ভূত প্রেত দল,
এই কথা বার বার, নাচিয়া নাচিয়া,
গাহিবে ! কন্দুক-সম কথা-লোফালোফি
করিবে,—কহিবে, "বিশ্বে, অতুল্য ভূপতি,
অযোধ্যার পতি, আহা, অযোধ্যার পতি !"
আছে ধর্ম্ম ; হে রাজর্ষি, চিরকাল দিবা
রহে কি ? প্রদোষে আসে ঘোর তমস্বিনী !

কৌশলে চালায় রথ কাল মহারথী,
রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিছ না কাণে ?
কি আশ্চর্য্য ! হে কুহকী, নিম্ববৃক্ষ রোপি,'
চাহ তুমি তাহা হ'তে, চন্দন-সৌরভ
ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ ? দেখিব কৌতুকে,
কবে কোন্ কালে তরু ধরে নিজ ভালে,
রসাল পিয়াল, ঢালে অমৃতের ধারা !

* * *

হে রাজেন্দ্র ! রাজপদে ছিল নিবেদিতে
যা' যা' কথা, সব কথা নিবেদি সভয়ে,
খুলি' অঙ্গ-আভরণ, এই অবসরে
ডাকি, নর্ম্মসখীবৃন্দে কহিনু গোপনে ;—
'আর কেন' লো মন্থরা, সাজা তবে আজি
যোগিনী !—নয়নে তোর কেন অশ্রুবারি ?
হেন অমঙ্গল কেন করিস্ ভামিনী
এ উৎসবে ? কৈকেয়ীর সুপ্রভাত আজি !
টুটি' যাবে চিরতরে মায়ার বন্ধন
কৈকেয়ীর ! দেখ্ দেখ্ সখী সুলোচনা,
কেমন সেজেছে এই গেরুয়া বসন
অঙ্গে মোর ! ছি ছি ! বোন্, এই অলক্ষণ

কেন তোর ? পরাইতে রুদ্রাক্ষের মালা,
দুটি তপ্ত অশ্রুবিন্দু ফেলিলি লো আলি,
বাম হস্তে ! সখী, ভেদিয়া পাষাণ-প্রাণ,
আমারও বহিছে, হের, নয়নের বারি !
কি বলিলি ? 'থাক্ দুটি শাখার কঙ্কণ
দুটি হস্তে !' ভিখারীরে সাজাবি সুন্দরী ?
এ দুঃখেও হাসি আসে শুনি' তোর কথা !
চলিনু—চলিনু তবে বিজন বিপিনে
একাকিনী। কোথা তুই অয়ি নিস্তারিণী ?
রাজকন্যা ভিখারিণী, আজন্ম দুঃখিনী !
আঁধার আঁধার বিশ্ব। দু'নয়ন আঁধা ;
প'ড়ে মরি, প'ড়ে মরি আমি ! কি গর্জ্জন !
সংসার জলধি, বিস্তারিয়া শত হস্ত,
গ্রাসিবারে চাহে এলোকেশী ! রক্ষ মাগো !
এ বিপদে, তনয়ারে তার ত্রিনয়নী !
মিটেছে, মিটেছে সাধ ! এই রসাস্বাদে
সুধু পরমাদ মাগো, সুধু অবসাদ।
আমার বক্ষের মাঝে, প্রাণপক্ষী দুঃখী
ত্রাহি ত্রাহি করে নিস্তারিণী ! এ শৃঙ্খল
খুলি দাও, কাটি দাও মায়ার বন্ধন।

যাক চলি এ বিহগী বনস্থলী মাঝে,—
মাগো? তোর ও চরণ আনন্দ-কাননে,—
যথা সদা নিত্যানন্দ, কোকিল কূজন,
চির বসন্তের রাজ্য, নির্ঝর উছলে,
শত ফুলে ইন্দ্রধনু রাজে ফুলে ফুলে!
গায় শ্যামা, ধায় অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি!

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলী।

সেদিনের কথা নাথ! পড়ে কি হে মনে?
রাধার সৌভাগ্যসুখ নিরখি' নয়নে,
অসূয়া জাগিল চিতে, হইল বাসনা,
সেবিতে প্রেমের কুঞ্জে রাঙ্গা পা দু'খানি;
হৃদয়-পিঞ্জরে তব হ'তে পোষা পাখী;
পোড়াইতে কামধূপ প্রেম-হোমানলে!
কি আনন্দ! প্রাণ-মন হইল অধীর,
ভাবি' সেই দেবভোগ্য সম্পদের কথা!
চন্দ্রাবলী-হৃদয়ের শুভ্র পূজাগৃহ,
ভরি' যাবে পরাভক্তি-গুগ্গুল-সৌরভে!
ফেলি' দিনু সাজসজ্জা, অঙ্গনা-বিভ্রম;

ললাটে বৈষ্ণবী টীকা, করে জপ-মালা,
গাত্রে হরিনামাবলি ; দীপ্ত অনুরাগে,
যৌবনে সাজিনু নাথ ! নব সন্ন্যাসিনী !
মনে আছে ? তপঃকুঞ্জ যমুনার ধারে,
নিভৃত, কপোত তথা ডাকে মুহুর্ম্মুহুঃ !
পরভৃত ধরে সদা কুহু কুহু তান,
আলাভোলা পতঙ্গেরা করে কভু গান,
উদাসী কাঠ্‌ঠোক্‌রা দেয় কভু সাড়া !
মধুর নিকুঞ্জ সেই ! কদমে কদমে
সমাচ্ছন্ন, পরিবৃত তমালে, পিয়ালে !
আম্রমুকুলের গন্ধে, বনতুলসীর
মৃদুগন্ধে, হয় নাথ ! প্রাণ মাতোয়ারা !
হেন সাধনার স্থল নাই বৃন্দাবনে !
সেই মনোহর কুঞ্জে, বিরচি কুটীর,
যমুনা-মৃত্তিকা আনি', হে মনোমোহন,
গড়িলাম তব মূর্ত্তি ! হাতে দিনু বাঁশী ;
রঙ ফলাইয়া আহা দিলাম ঢালিয়া
শ্যামল জলদ-কান্তি ; শ্রীঅঙ্গে আ মরি !
দিলাম পরায়ে নাথ ! পীতাম্বর ধটী !
চরণে নূপুর দিনু আনন্দে উতলা,

হে গোবিন্দ ! কণ্ঠে দিনু বরগুঞ্জমালা !
হে হরি ! আনন্দ-অশ্রু বহিল অজস্র
দু' কপোলে, হেরি' সেই মোহন বিগ্রহে !
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' দেব, 'জয়কৃষ্ণ !' বলি'
নাচিলাম, করিলাম হরিগুণগান !
এইরূপ, এক মাস, পূজিনু সাদরে
মম ইষ্টদেবে নাথ ! বিরলে বসিয়া।
স্নান করি' নিত্য পূত কালিন্দীর নীরে,
পত্রপুষ্পে দেবতার করিয়া অর্চ্চনা,
করিতে লাগিনু নাথ ! যোগ-আরাধনা !
কি তাহে নিবিড় সুখ, শান্তি ও আরাম,
কেমনে বুঝাব ? কভু বোঝে কি অপরে,
যোগানন্দসুখ যাহা ভুঞ্জে যোগী জন !
পতিসম্মিলনসুখ বোঝে কি কুমারী ?
কোকিলের যেই সুখ, কুহু কুহু করি'
প্রাণপণে—প্রাণ আনি' ওষ্ঠের আগায়,
অভাগা বায়স তাহা বুঝে কি গো কভু ?
মর্ত্ত্য-মন্দাকিনী গঙ্গা, শত বাহু মেলি'
করে যবে আলিঙ্গন বঙ্গোপসাগরে,
দুর্জ্জয় আনন্দে তার ভরি' যায় বুক !

হায়! সে কল্লোলানন্দ বুঝিতে কি পারে,
ক্ষীণপ্রাণা লঘুকায়া নদী কর্ম্মনাশা?
একদিন, মধ্যরাত্রে, তপঃকুঞ্জে বসি,
কহিলাম,—"আর কেন? হৃদয়-সরসী-
মাঝে; প্রবেশি, সূর্য্যের বেশে, দয়াময়,
করহ ভাস্বর এরে সহস্র কিরণে,
ফুটুক মৃণাল-বৃন্তে ভকতি-নলিনী।"
অভিমানে, অবসাদে, উন্মাদিনী পারা,
করিনু অপূর্ব্ব গান, নাচিয়া, নাচিয়া!—

গান—কীর্ত্তনের সুর।

ঘৃণার অঙ্গুলি, সকলেই তুলি,
বলে, "এ যে আশীবিষ!
শঠের আকার, জঘন্য ব্যভার,
পাপ করে অহর্নিশ"!
হে দয়াল হরি, তব নাম করি,
এই কি ঘটিল শেষে?
গোময় কপালে, চুণকালী গালে,—
কলঙ্ক রটিল দেশে!
সকলেই বলে, তোমারে ডাকিলে,
নাহি থাকে পাপ লেশ।
আমার কপালে, এ কি এ ঘটালে,
নাহি দুর্দ্দশার শেষ!

আর না ডাকিব, - আর না করিব,
তোমার মধুর নাম ;
থাকে যদি ভয়, হরি দয়াময়,
হরি' পাপ, ভাঙ্গ মান !

পরদিন, উষাকালে, যমুনার জলে
স্নান তরে অবগাহি', ভাসিতে লাগিনু,
যেন গো অপরাজিতা সমীর-হিল্লোলে !
হেন কালে, সাশ্রুনেত্রে সদয় অন্তরে,
নিরখিনু, আহা পড়ি' তরঙ্গের চক্রে,
ভাসিয়া যাইছে এক দীন দুঃখী বিছা !
মিছা ভয় পরিহরি', দুই হস্তে তারে
সাপটিয়া, মহাহর্ষে তুলিলাম তীরে !
কত সন্তর্পণে নাথ ! জিয়াইনু তারে !
কিন্তু খল অকস্মাৎ পাই' নব বল
দংশিল আঙ্গুলে মোর ! চীৎকারি' সহসা
ছাড়িনু বৃশ্চিকে ! তীরে এক গোপকন্যা,
'উন্মাদিনী ! বলি' মোরে পাড়িতে লাগিল
শত গালি !—কিন্তু নাথ, আকাশ হইতে
হইল কুসুমবৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গে আমার !
শুনিনু আকাশবাণী—"ওলো চন্দ্রাবলী !

অচিরে ফলিবে তোর তপস্যার ফল ;
পাইবি করুণাময়ে লো করুণাময়ী !”
সন্ধ্যাকালে যথাবিধি শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে,
আরতি করিয়া মম ইষ্টদেবতার,
বসিলাম ধ্যানে ! হেন কালে এ কি শব্দ
বিকট গর্জ্জন করি’, আইল রাক্ষস !
লাল চক্ষু, রুক্ষ কেশ, ভীষণমূরতি !
চাহিল গ্রাসিতে মোরে বদন বিকাশি’ !
“জয় হরি !” বলি’ আমি দানার চরণে
পড়িলাম ; কহিলাম, “এ কি লীলা তব
ভয়হারী রামচন্দ্র, রাক্ষস রাবণ,
একাধারে তুমি ! তুমি শত্রু, তুমি মিত্র
তুমি ভয়, তুমিই অভয় ! হে নৃসিংহ,
কেন আজি সাজিয়াছ হিরণ্যকশিপু ?”
কথা শুনি দৈত্যরাজ খিলখিল করি’
উচ্চ হাসি’, মহাশূন্যে গেল মিলাইয়া ;
যেন কোন দুঃস্বপন নিদ্রা-অবসানে !
সহসা হইল কুঞ্জ কৃষ্ণদেহ গন্ধে
ভরপূর ! শিহরিল সর্ব্বাঙ্গ পুলকে !
মধ্যরাত্রে, “এস হরি ! এস হরি !” বলি’

ডাকিলাম নেত্র বুজি ; আকুল আহ্বানে।
যোগিনী ডাকিনী সহ, অট্ট অট্ট হাসি,'
দেখা দিলা দিগম্বরী ভৈরবী কালিকা !
অসি তুলি' মহারোষে, নৃমুণ্ডমালিনী ;
দুই খণ্ড করি' মোরে চাহিলা কাটিতে !
"হে শ্রীহরি, এ কি রঙ্গ ? কোথা গেল বাঁশী,
কোথা তব পীতাম্বর ? ছি ছি ! মরি লাজে,
হে ত্রিভঙ্গ, এই সাজে, দিগম্বরী হ'য়ে
হাসিছ নাচিছ রঙ্গে ! ছাড়হ কৌতুক !"
এত বলি' ভৈরবীর চরণকমল
ছুঁইনু ! অমনি দেবী অদৃশ্য হইলা
দলে বলে ! শ্যামকণ্ঠে বরগুঞ্জমালা
দোলে যাহা, তাহারই সৌরভে অতুল,
বিপুল নিকুঞ্জ আহা হইল আকুল !

শেষ রাত্রি ! জ্যোৎস্নার মধুর প্লাবন
পড়িয়াছে নিকুঞ্জের অযুত বিতানে !
হেসে সারা হইতেছে চম্পক, করবী,
নিশিগন্ধা ! হেনকালে আইল তথায়
জটাজুটবিমণ্ডিত নবীন সন্ন্যাসী !
অশ্বত্থের ঝুরী সম দীর্ঘ বিলম্বিনী

পড়েছে বিশাল কাঁধে জটার সে ঘটা!
হাসি' বিদ্রূপের হাসি কহে যোগিরাজ,
"নাহি লাজ চন্দ্রাবলী? ছি ছি! এ কি সাজ?
সাজিয়াছ কার লাগি' যৌবনে যোগিনী?
চঞ্চল, প্রগল্‌ভ সেই রাখালের রাজা,
শঠশিরোমণি আর চোরচূড়ামণি!
অঙ্গের বরণ তার কোকিলের মত,
দেহের গঠন তার কুবুজার মত!
তার তরে এ তপস্যা? হায় উন্মাদিনী!
নবীন বয়স মম, তরুণ অরুণ
সম নিরুপম, হের আনন্দদায়িনী
দেবকান্তি মম! সে অধমে পরিহরি'
বর বর হে বরোরু, পুরুষ-উত্তমে।"
এত বলি, যোগিবর হাসিয়া সুহাসি,
বাঁধিয়া ফেলিল মোরে বাহুর বাঁধনে!
আমি কহিলাম, "ছি ছি! এত দিন পরে,
চিন্তিয়াছ চিন্তামণি! এ অধিনী জনে?"
শিরে কৃষ্ণচূড়া, আর গুঞ্জমালা গলে,
অমনি হইলা যোগী দেব বংশীধারী!
সে আশ্লেষে, সে সোহাগে, গেলাম গলিয়া,

মধুময় বীরখণ্ডি গলে গো যেমতি !
জাহ্নবীর জলে ভরা কনক-কলসে !
গলে যথা ; গলে যথা, চন্দ্রকান্তমণি,
সুধাংশুর ঢল ঢল তরল পরশে !
যুগলমিলন হ'ল প্রেমতপোবনে,
বসিল শ্যামের বামে চন্দ্রাবলী দাসী !
হে যোগেন্দ্র ? সব কথা গিয়াছ কি ভুলে !
আমার যৌবন-রাজ্যে দুরন্ত দুর্ভিক্ষ
পশিয়াছে, বসিয়াছে শত পঙ্গপাল,
মুড়াইয়া বসন্তের শ্যাম লতা পাতা !
কত কাল, কত কাল, থাকিব পড়িয়া,
উপবাসে ; শীর্ণকায়া অনাথার মত !
এ তীব্র বিরহজ্বালা পারি না সহিতে !
এস নাথ, এস নাথ, বসন্তের মত ;
কুহু কুহু কুহু শব্দে এ প্রেম-কোকিলে
আবার জাগায়ে নাথ ! আবার মাতায়ে ;
এস শ্যাম', আষাঢ়ের জলধর-রূপে ;
জিয়াও অমিয়া ঢালি', এ মরা চাতকে !
কণ্ঠাগত প্রাণ মম, শফরীর মত,

করিতেছি হা-হুতাশ, এ শূন্য তড়াগে !
কোথা তুমি ? কোথা তুমি ? জলধির বারি !

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জা।

হে মাধব, হে কেশব, হে প্রাণবল্লভ,
চিনিতে কি পার মোরে ? জনমদুঃখিনী
আমি গো সামান্যা নারী, রূপগুণশূন্যা,
অবরেণ্যা ! তুমি নাথ ! ভুবনবরেণ্য,
বিশ্বশোভা, মুনিমনোলোভা ; যাঁর ধ্যানে
মগ্ন সদা সুকৈলাসে দেব ত্রিপুরারি।
পথে যেতে যেতে যারে চক্ষুর নিমেষে
হেরেছিলে হায় ! সেই দীনা হীনা নারী
এখনও হাসে কি গো স্মৃতির দুয়ারে ?
হায় কি ধৃষ্টতা মম, হায় কি দুরাশা !
একি প্রেমোন্মাদ মম আকাঙ্ক্ষা বিষম ?
প্রবীণা বন্ধ্যার যেন তনয়ের সাধ !
যা হোক তা হোক দেব ! ও পদসরোজে
ভৃঙ্গী সম মনানন্দে 'গুঞ্জরি' 'গুঞ্জরি'

গাইয়া জীবনগীতি শুনাব তোমারে,—
দাসীরে দৈবাৎ যদি পড়ে' যায় মনে!
ত্রিবক্রা দাসীর নাম; মথুরাবাসিনী;
যৌবনে ত্যাজিলা স্বামী কু-অঙ্গ হেরিয়া;
ভাবিলাম যাহা হোক,—যৌবন ত আছে,
জীবন যাপিব এবে কুলটার বেশে!
হা লজ্জা! সে সাজসজ্জা, অঙ্গনা-বিভ্রম,
সকলি বিফল হোল; যেই আসে দ্বারে,
সেই জন কুঁজ হেরি, হেসে চলে যায়;
কীটদষ্ট কু-পুষ্পের জুটিল না অলি!
দারিদ্র্যে ও অবসাদে দিশাহারা হ'য়ে
একদিন সন্ধ্যাকালে উন্মাদিনীবেশে
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম যমুনার গর্ভে
আত্মহত্যা তরে; চঞ্চলা কালিন্দী, আহা,
শত বাহু প্রসারিয়া আপনার ক্রোড়ে
দিলা স্থান; ডুবে গেনু অতল তিমিরে।
মরণের হিমকক্ষে নয়ন উন্মীলি'
তাকাইনু যবে, এ কি! হেরিনু বিস্ময়ে
সেই নারীঘাট, সেই যমুনার তীর!
আর্দ্রকেশে আর্দ্রবেশে আছি গো শয়ানা

আমি এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে!
কহিলা মধুর মূর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া,—
ছি ছি বৎসে! জন্ম জন্ম তপস্যার ফলে
লোক পায় সুদুর্ল্লভ মানব-জনম,
সেই নর-জন্ম প্রতি এত অবহেলা?
দৈববশে যেতেছিনু এই পথ দিয়া,
ঝাঁপাইয়া পড়ি, জলে রক্ষিনু তোমারে
ভাগ্যবতী! এখনও অদৃষ্টে তোমার
দেবতা-বাঞ্ছিত আছে সৌভাগ্য অসীম,
কিছু দিনে আসিবেন শ্রীহরি আপনি
হেথায়, গোলোকচন্দ্র লীলাচ্ছলে এবে
অবনীতে অবতীর্ণ যশোদার গৃহে।
অমৃত-পরশে তাঁর অয়ি ভাগ্যবতী!
হবে তুমি শাপমুক্তা; ধর, বৎসে! ধর,
এই সুমধুর মন্ত্র—'হরে কৃষ্ণ হরে'।
ইহারই প্রভাবে তব নিশ্চয় ঘুচিবে
দুঃখ দৈন্য; থাকিবে না ভাবনা-কালিমা
অই ভালে; যাও বালে! নগরে ফিরিয়া।
কায়মনঃপ্রাণে কর মন্ত্রের সাধনা,
হবে' সিদ্ধি। আমি বৎসে! দেবর্ষি নারদ,

এত বলি' মহাপ্রাণ, বীণা লয়ে করে,
করিলেন হরিধ্বনি মধুর ঝঙ্কারে।—

রাগিণী বেহাগ : তাল আড়াঠেকা।

'হরি ! তুমি মদনমোহন !
দেখি নাই হেন রূপ ঘুরি' ত্রিভুবন !
সাধে কি হে মনঃপ্রাণ
তোমারে করেছি দান,
চরণ-নিকুঞ্জে থাকি মৃগের মতন।
তব রূপ সরোবরে রাজহংস-রূপ ধ'রে
মানস-মরাল মম করে সন্তরণ।'

* * *

নগরে ফিরিয়া গিয়া কংস নৃপতির
হইলাম দাসী। সবে মোরে করে যত্ন ;
অনুলেপনের কার্য্যে হইনু নিপুণা।
বিরলে গোপনে সুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে !'
মন্ত্র জপি। ঊষাকালে শয্যাত্যাগকালে
যোড়হস্তে ডাকি,—'ওহে জগন্নাথ !
বড় সাধ হেরিবারে শ্যামল মূরতি !
নরনারী পশুপক্ষী স্থাবর জঙ্গমে
হেরিতে লাগিনু ধ্যানে সে শ্যাম-মূরতি !

বৈরী মোর ? হায় ! যেই ডাকে প্রেমময়ে,
অহোরাত্রি, তার কভু বৈরী থাকে ভবে ?
এ বিশ্ব সংসার হ'ল প্রীতি-পারাবার।
 একদিন সুপ্রভাতে, সাধনার সিদ্ধি
হ'ল মম ; পাইলাম ত্রিদিবদুর্লভ
ঋদ্ধি ; হেরিলাম নেত্রে মদনমোহনে।
কি মধুর ! কি মধুর ! যুগল-মূরতি !
হস্তে চন্দনের বাটী, যাইতেছিলাম
রাজবাটী ; তুমি হাসি' পথ আগুলিলে !
পীতাম্বর মনোহর শ্যাম জলধরে
নিরখি,' ঝাপটি' পক্ষ এ প্রাণ চাতক
নিবিড় আনন্দে হ'ল উধাও অস্থির !
মধুস্বরে হে গোবিন্দ ! কহিলে আমারে,
'হে বরোরু ! দাও ঐ অঙ্গবিলেপন
দুই জনে।' মনে মনে কহিনু গোপনে,
'হে নাথ ! ও পাদপদ্মে কি আছে অদেয় ?'
অঙ্গবিলেপনরাগে হইয়ে রঞ্জিত,
কি সুন্দর শোভা, মরি, ধরিলে দু'জনে।
যুগল কার্ত্তিক যেন অবতীর্ণ ভবে !
শ্রাবণ-গগনে যেন যুগ্ম ইন্দ্রধনু !

তার পরে ভগবন্ ! হইয়া প্রসন্ন,
তব শুভ-দরশন-ফল দেখাইতে,
প্রকাশিলা, মরি মরি ! অপরূপ লীলা।
হে অচ্যুত ! সুমোহন পাদদ্বয় দিয়া
এ দাসীর পাদদ্বয়-অগ্রভাগ চাপি,'
শ্রীহস্তের দুটি চারু অঙ্গুলি উত্তোলি,'
চিবুক ধরিলা মম ; পরম আদরে,
উত্তোলি' ধরিলা দেহ। শ্রীকরপরশে
ত্রিবক্রার দেহ হ'ল সরল সমান !
যৌবন-লাবণ্যে হ'ল ঢল ঢল বপু।
হইলাম নিতম্বিনী, পীনপয়োধরা !
হরষে, বিস্ময়ে, গর্ব্বে, নবীন বৈভবে
হ'য়ে মাতোয়ারা আমি, বাহু পসারিয়া
হে সুন্দর ! চাহিলাম তোমা আলিঙ্গিতে।
ঈষৎ হাসিয়া তুমি কহিলে সুস্বরে,—
'হে সুভ্রূ ! হইছ কেন অধীরা উতলা ?
কার্য্য সমাপিয়া আমি দিন করি' ধার্য্য,
আসিব আসিব তব প্রেমের নিকুঞ্জে।
হে সুন্দরী ! জান না কি বিনা নিমন্ত্রণে
কোকিল আপনি আসে বসন্ত আসিলে ;—

ঝঙ্কারে নলিনীপত্রে অনাহূত অলি ?'

*　　*　　*　　*

কত দিন, কত দিন, কতদিন গেছে !
এ তীব্র বিরহ আর পারি না সহিতে ;
পারি না পোহাতে আর এ দীর্ঘ যামিনী ;
হে নির্দ্দয় ! মিথ্যা দয়াময়-নাম ;
অরসিক ! মিথ্যা ধর রসময়-নাম ;
অপ্রেমিক ! মিথ্যা ধর প্রেমময়-নাম !
যৌবন-মণ্ডপে যত তুলসীর পত্র
ঝরি' গেল ; ধূপ ধূনা হৃদয়-মন্দিরে
জ্বালিয়াছি ; ত'াও বুঝি পুড়ে হয় খাক !
হ'ল না হ ল না হায় ! দেবের অর্চ্চনা।
আর কেন ? এস নাথ ! মুরলী-অধরে'
ত্রিভঙ্গিম শ্যামবেশে হাসিয়া সুহাসি,
এস, এস পীতাম্বর, ভুবন মোহিয়া !
আবার হাসিয়া, হরি, পথ আগুলিয়া,
দাঁড়াও দাসীর পথে ; অথবা চুম্বিয়া
এ মুখ, ভরিয়া দাও সর্ব্বাঙ্গ পুলকে !
চক্ষু পক্ষ্ম যাক ভিজি, রোদনের জলে ;
উজলি' উঠুক আঁখি অন্তর-হাসিতে,

আঁখি-প্রান্তে লাল রেখা রাজুক সহসা,
অভিলাষ, ভয়, গর্ব্ব, রোষ ও অসূয়া
দেখা দিক এক কালে পাটল অধরে।
দুরু দুরু কম্পমান পীন পয়োধর
ভরি' যাক অকস্মাৎ কদম্ব-পুলকে।
সেই দিন ত্রিবক্রার অন্তর-বক্রতা
ঘুচে যাবে, চিত্ত হ'বে সরল, সমান!
কামগন্ধ নাহি রবে কুব্জার প্রেমে,
হরি, তব রাগ-রক্ত পাদ-পদ্ম চুমে!

লক্ষ্মণের প্রতি উর্ম্মিলা

(অযোধ্যা হইতে এই পত্রখানি উর্ম্মিলা দেবী বন-বাসী লক্ষ্মণকে লিখিয়াছিলেন।)

অযোধ্যার রাজপুরী-প্রাসাদ-শিখরে,
আছে যে সুন্দর কক্ষ ঈশান-কোণেতে;
হেরে যেই কক্ষ, মনানন্দে, ঊর্দ্ধে বসি,
নিম্নতলে অন্তঃপুর-বাটিকার শোভা;
যাহার মালঞ্চ-দর্শী বাতায়ন দিয়া,

রজনীহাসার বাস—ঊষার বাসনা,
প্রবেশি, জাগায় নিত্য কক্ষবাসী জনে ;
সে ঘরের গুপ্ত নাম কহিব কি ঋষি ?
সে কক্ষের গুপ্তনাম কহিবে কি দাসী ?
সে কক্ষের গুপ্তনাম চারু "চন্দ্রশালা।"
এ রহস্য কেহ নাহি জানে এ জগতে ;
জানে দুইজন মাত্র—তুমি আর আমি।
বল দেখি, হে যোগীন্দ্র, আমি কোন্ জন ?
বোঝ দেখি, সর্ব্বময় ! এই প্রহেলিকা !
সত্যই এ প্রহেলিকা। সকলেই বলে,
জীব যথা ভুলে যায় জনম লভিয়া
পূর্ব্ব জনমের কথা, তপস্বী বিরাগী
তেমতি ভুলিয়া যায় সংসারের কথা,
যে মুহূর্ত্তে করে তুলে লয় কমণ্ডলু !
সেই লাগি হে তাপস ! ভয় বাসি মনে
আমাদের কথা পাছে গিয়া থাক ভুলি !
তাই গো এ লিপিমুখে অবতরণিকা
সঙ্কেতের—অন্য অর্থ নাহি রঘুমণি।
এতদূর পাঠ করি, পেরে থাক যদি
চিনিতে অধীনী জনে; করি গো বিনতি,

আর কিছু ধৈর্য্য ধরি (ধীরচেতাঃ তুমি)
সমগ্র এ লিপিখানি পড়িও নৃমণি।
নতুবা —সদয় হস্তে, খণ্ড খণ্ড করি,
পত্রিকার মৃতদেহ দিও ভাসাইয়া,
চিত্রকূট- পদচুম্বি নির্ঝর-সলিলে!

*　　　*　　　*

যামিনীর অর্দ্ধ ভাগ ফুরায়ে গিয়াছে।
সেই "চন্দ্রশালা"—কক্ষে, এ ঘোর নিশীথে,
আছি বসে একাকিনী, ভাবনা-মগনা।
পার্শ্বে মোর দত্তা সখী (বিবাহের কালে
এসেছিল যে আমার সহচরী হয়ে!)
শুয়ে আছে; স্বপ্নঘোরে দেখিছে কত কি!
ঘুমঘোরে কহে শোন "উলু দেরে তোরা!"
"যতেক মিথিলা-বাসী উলু দেরে তোরা"।
আমাদের উদ্বাহের সুখময়ী স্মৃতি,
দত্তার চিত্তের মাঝে জড়ান রহেছে;
কুহকী স্বপন আজি, অসহায় পেয়ে,
তাই গো সখীর সাথে করে কত ছলা!
শুনি আজি এ নিশীথে দত্তার এ বাণী,
পূর্ব্বের কাহিনী কত আমারও মনে

হইতেছে জাগরিত ;—নিরখি সম্মুখে
ধূ ধূ করি লোলজিহ্বা হোমাগ্নির শিখা
জ্বলিতেছে ! হবনীয় সামগ্রী যতেক
সাজান রহেছে সেই বিবাহ-চত্বরে !
জনক রাজার পূজ্য কুলের পুরোধা
এক পার্শ্বে উপবিষ্ট অজিন-উপরি !
সমাসীন সম্মুখে বশিষ্ঠ তপোনিধি,
বৃদ্ধ নৃপমণিদ্বয় উদার-প্রকৃতি,
আর সব জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বের মেলা !
উহারা কে ? একাসনে, অবনত-মুখে,
নবীন যুবক আর বালিকা যুবতী ।
পুরোধার সুমধুর আবৃত্তির ক্রমে,
কহিছে যুবক ওই কম্পিত অধরে—
"অগ্নি সাক্ষী—আজি হ'তে মোরা জায়া পতি,
হইলাম একমন এক প্রাণে গাঁথা" ।
হে যুবক ? কি করিলে ? হায় কি বলিলে ?
কথাগুলি ফিরে লও, হে তরল মতি ;
কথার গুরুত্ব কিছু বুঝে কি দেখিলে ?
ভিত্তিতে চাহিয়া দেখ, হেলিছে আকৃতি !
মুক্তাময়ী চান্দনীর নহে গো ও ছায়া—

শঙ্কর ও শঙ্করীর মূর্ত্তি জলময়ী,
এসেছেন আশিষিতে নব দম্পতীরে!
তোমার এ প্রতিজ্ঞার দরশক তাঁরা,
করিওনা সত্যভঙ্গ, হ'য়ে জ্ঞানহারা!
ধীরে পশি অন্য এক স্মৃতির আগারে,
হেরিতেছি অযোধ্যার অট্টালিকা-চূড়ে,
এই "চন্দ্রশালা" গৃহে, ফুলের শয়নে,
সেই সে নবীন যুবা, বালিকা যুবতী।
বালিকা শুইয়া আছে, শিয়রেতে বসি
চাহে যুবা তার পানে, অনিমেষ-আঁখি:
আঁখি দুটি বাঁধা যেন সে মুখ-কিরণে,
সুধাংশুর মণ্ডলেতে দুইটি তারকা!
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ভাব-মুগ্ধ যুবা
রাখিল আপন মুখ বালিকার মুখে!
সুদূর বিমানবাসী কুমুদের সখা,
ব্যবধান-বাধা যেন সহিতে না পারি,
বাপীজলে কুতূহলে ঝাঁপ দিল আসি!
অনুরাগ-বায়ু-ক্ষিপ্ত একটি কুসুম,
রাখি মুখ অন্য এক কুসুম-বদনে,
সুখ-ক্লান্ত হ'য়ে আর উঠিতে না চাহে!

তরুণ নিদাঘ আসি সোহাগ করিলে,
তরু-শিশু ফলগুলি লোহিত অধরে
করে যথা ঢল ঢল, হায় রে তেমতি
গেল ওই বালিকাটি আহ্লাদে গলিয়া!
ধীরে বালা বাহুযুগ বলয়িত করি,
বাঁধিল যুবার গলা প্রেমের শৃঙ্খলে;
তমালে বেড়িল যেন সুবর্ণ-লতিকা!
বালিকার চিত্ত হ'ল যুবাচিত্তময়,
হইল বালিকা-ময় যুবার চেতনা!
কার মুখ, কার বাহু, কেহ নাহি জানে,
এমনিই দিশাহারা উভয়ের ধৃতি!
প্রেম-স্বর্ণকার যেন দুইটি আত্মারে,
করিয়াছে এক আত্মা গলায়ে পোড়ায়ে!
চন্দ্র সূর্য্য যত কাল জ্বলিবে উপরে,
হায় এ পৃথিবী পরে, বিধির বিধানে,
এমনি রহিবে নিত্য সুখের প্রকৃতি!
আত্মার বিস্মৃতি যাহা, তারি নাম সুখ;
সুখ যাহা, তারি নাম আত্মার বিস্মৃতি।
এই সব সূক্ষ্মতত্ত্ব নর-হৃদয়ের,
জানিত না, চাহিত না জানিতে কখন,

চতুর্দ্দশ বসন্তের সে আধা যুবতী!
"কেন ভাল বাস?" যদি সুধাইত যুবা,
গীত-মুগ্ধ স্পন্দহারা হরিণীর মত,
যুবার মুখের পানে রহিত গো চাহি!
সে কি গো কহিতে পারে, কেন ভাল বাসে?
কেন সে মুচকি হাসে কানন-কুসুম,
সুধাইলে কুসুমেরে কহিতে কি পারে?
কোন্ সে অদৃশ্য মূর্ত্তি টানি শত বাহু,
ল'য়ে যায় সরযূরে জাহ্নবী-সকাশে,
হায় গো জাহ্নবী-প্রাণা জানে কি সরযূ?
সাগরের লতাগুলি কে জানে কি লাগি,
জোছনা-পরশে নাচে আপনা আপনি!

* * * *

এক দিন দুইজনে চন্দ্রশালা-গৃহে,
আনন্দে দাঁড়ায়ে আছে বাতায়ন-পাশে!
নিম্নতলে, বাটিকাতে তরু ও লতিকা
কতই, কতই সুখী!—কুসুমের আত্মা,
ছাড়িয়ে কুসুম-দেহ, সৌরভ হইয়া,
দুলিছে তরুর শাখে, আনন্দে অধীর!
হের রে সমীর নাচে, করতালি দিয়া!

রজনীগন্ধার শ্বেত অলক দোলায়ে,
চুরি করি সরসীতে কুমুদীর হাসি,
বাল-কদম্বের কম রেণুকণা মাখি,
হের গো সমীর হাসে তালে তালে নাচি।
এলা লতিকার অঙ্গে কর বুলাইয়া,
মোদা-আঁখি সেফালিরে নাড়া চাড়া করি,
বকুলের পাত্রে ঢাকা মধুটুকু হরি,
নাচিয়া নাচিয়া গায় কমল-বিলাসী!
চম্পকের শিরে ভর দিয়ে অশরীরী,
চন্দ্রশালা-গৃহ-মাঝে পশিল রে আসি!
সহসা অজ্ঞাতসারে ছুটিয়া সুরভি,
তাহাদের অন্তরের অন্তর-প্রদেশে,
একটি ঝাপটে যেন দিল মিলাইয়া,
মায়ামোহ, ভালবাসা যত ভাব রাশি!
কি করিবে, কি হইল, কিছুই না জানে,
এমনি স্তম্ভিত হ'ল নবীন দম্পতী!
পশিল যুবার শ্বাস বালার মরমে,
বালার নিশ্বাস গেল যুবার অন্তরে,
সুখের কাননে তারা হারাইল দিশি!
চটুল সমীর ওই বালিকার সাথে,

আড়ালে লুকায়ে থাকি, আরম্ভিল খেলা!
কিশোর-ললাট-চুম্বী ভ্রু-যুগ পরশি,
তরল চীনাংশুপ্রায় বালার অলকে,
ইতি উতি কুতূহলে হেলায়ে দোলায়ে,
বার বার ল'য়ে গিয়ে যুবকের পাশে,
যুবার পুষ্পিতাননে দেয় শোয়াইয়া!
স্বপনের আব্‌ছায়া পড়ে গিয়া যেন,
সুপ্ত কোন দেবতার নয়ন-সরোজে!
মনানন্দে হাসে যুবা; বালার অমনি
দুলে উঠে অবতংস, নাচে উপতারা!
একই শুকতি মাঝে দুইটি মুকুতা,
লগ্ন বিজড়িত হ'য়ে, যেন রে একটি!
এক শাখে, এক বৃন্তে, দুইটি কুসুম,
ডাগর "একটি" যেন, দল জড়াইয়া!
হায় এ একত্বে যদি এতই গো সুখ,
উহাদের সুখ-স্বপ্ন ভেঙনা নিয়তি!
ও গো ওরা বড় সুখী আছে দুইজনে।
তোমার কি ক্ষতি বল? এক পাশে পড়ি
আছে দু'টি?—সুখ-স্বপ্ন ভেঙনা নিয়তি!
দেখিছ না? উভয়ের আঁখির আকরে,

ঝলসিছে ইন্দ্রনীল, হীরা রাশি রাশি !
ভ্রূভঙ্গে ঝরিয়া পড়ে প্রবাল মুকুতা।
সংসার-বিভব-প্রার্থী নয় ও দম্পতি !
অবিবাদী জন ওরা—পায়ে পড়ি তব,
উহাদের সুখ-স্বপ্ন ভেঙনা নিয়তি !
আর এক দিন, এই চন্দ্রশালা-গৃহে
শুয়ে আছে, দুইজনে নবীন দম্পতী।
দেয়ালের এক পাশে বৃহৎ আরসী
আছে রাখা, পেয়েছিলা মহারাজ যাহা
উপহার, পাঞ্চালের নৃপতির কাছে।
সুখিনী যামিনী যেই কর বাড়াইয়া,
পূরব সমুদ্র হ'তে তুলিয়া যতনে,
পূর্ণ-শশধর-রত্নে ভূষিলা কবরী,
প্রতিবিম্ব তার আসি পড়িল অমনি,
এ চারু কক্ষের এই আয়ত মুকুরে !
করতালি দিয়া বালা উঠিল হাসিয়া,
কহিল, "হে চারুচন্দ্র ইচ্ছা করে তোমা,
চিরবন্দী ক'রে রাখি এই সে মুকুরে" !
সম্বোধি যুবকে পুনঃ কহিল বালিকা,
"কি সুন্দর ! হের নাথ মুকুর-ভিতরে" !

নয়নে দুরন্ত হাসি, আনন্দ অধরে,
টানি আনি বালিকারে দর্পণের আগে,
সহর্ষে কহিলা যুবা "আরসি ভিতরে
চন্দ্রে চন্দ্রে কোলাকুলি দেখ ইন্দুমুখি"।
আপন বুকের কাছে টানিয়া যুবারে,
কহিলা আনন্দময়ী "হে চতুরবর,
দেখ দেখ, দর্পণে চন্দ্রের ছড়াছড়ি!
আজি হ'তে এই কক্ষ নব অভিধান
পাইল গো—অযোধ্যার চারু চন্দ্রশালা"!

* * *

হে সৌমিত্রি! সব কথা ভুলে কি গিয়াছ?
সে সুখ-উৎসবে ছিলে তুমিই দেবতা,
সে কম সরসে ছিলে চক্রবাক তুমি!
কঠোর হৃদয় যার, নিতান্ত তরল
স্মৃতিটি কি হয় তার? সংসার-সৈকতে
এত দিন যেই খেলা খেলিনু দুজনে,
সে কি শুধু বারি-লেখা বালুকা-উপরি?
মাটির পুতুল সব ওই যে কোণেতে,
কতই যে আদরের সামগ্রী উহারা
আছিল গো এক দিন, এবে যেন তারা,

উপেক্ষা ও অবহেলা সহিতে না পারি,
স্পন্দহারা, শূন্যনেত্রে, কহিছে বিদ্রূপে,
"শাসকেরো শাস্তি আছে উর্ম্মিলা সুন্দরী"।
ময়ূরীরে ক্ষেপাইতে কতবার আমি,
রাখিতাম ময়ূরেরে অন্য ঘরে পুরি!
সকরুণ কেকাশব্দে ডাকিত শিখিনী;
হাসিতাম মহাহ্লাদে বিদ্রূপের হাসি!
এবে পাখী কাল বুঝি, ছাদের প্রাঙ্গণে
আমারেই লক্ষ্য করি, গ্রীবা ফুলাইয়া,
ক'হে থাকে মর্ম্ম-কথা তাণ্ডবের ছলে,
"শাসকেরো শাস্তি হয় উর্ম্মিলা সুন্দরী!"
সুন্দর রথের চক্র পদাঘাতে ভাঙি,
সুকল বীণার তার ছিন্ন ভিন্ন করি,
কুঠার-আঘাতে দলি দোহলী-অশোকে,
বল রাজঋষি! কোন্ পৌরুষ লভিলে?
কি ধর্ম্ম পালিলে বল, প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া?
তুমিই না সত্যবাদা! ব'লে গিয়াছিলে
"ফিরিয়া আসিব 'উমু', তিন দিন পরে?"
অবোধ বালিকা-মন, ছলাকলাহীন,
যা শিখাতে, তাই শিখি, তোতার মতন!

সরসীর স্বচ্ছ বুক, পুলিন-উপরে,
তরুলতা গুল্ম জীব—যা যেখানে দেখে—
আগ্রহে হৃদয়ে ধরে অসঙ্কোচে যথা,
তেমতি তোমার কথা বেদবাক্য মানি,
আখরের মালা গাঁথি ধরিতাম হৃদে!
অবোধে গো ঘৃণা করি তাই কি ছলিলে?
এক দিন—দুই দিন—তিন দিন পরে
শুনিনু, ফিরেছে রথ কানন হইতে!
তাড়াতাড়ি দ্রুতপদে অর্দ্ধ-বিবসনা,
মাণ্ডবী দিদির কাছে গেলাম ছুটিয়া।
সুধাইনু "বল্ দিদি কে এসেছে রথে?"
"কে আর আসিবে বোন্? শূন্য রথ শুধু;
ফিরিয়া এসেছে বৃদ্ধ সুমন্ত্র সারথী।"
শুনি কথা শিরে যেন বাজিল অশনি!
কত কষ্টে লজ্জা, দুই আঁখির জোয়ার
রোধিল, তবুও হোল ছল্ ছল্ আঁখি;
আশয়ে মাণ্ডবী দিদি, বুঝিয়ে সকলি,
উৎসঙ্গে লইল মোরে; "ছি বোন্!" বলিয়া,
সোহাগ যতনে দিল অশ্রু মুছাইয়া।
স্বার্থপর অশ্রু, তুই থাক্‌রে পড়িয়া,

হৃদয়ের অধস্তল স্তরের তলেতে।
তোরই কি এত দুঃখে ? অতি বৃদ্ধ রাজা,
পুত্রশোকে অভিতপ্ত, বিসর্জ্জিলা দেহ,
বৈতরিণী-সহোদরা সরযূর নীরে !
আজি এ শোকের গৃহে, শূন্য মরু স্থলে,
বিরহের সুখ-গাথা বিনায়ে বিনায়ে,
ভগ্ন-হৃদে, উচ্চৈঃস্বরে কি হবে গাহিয়া ?
বরং করিব আমি হাহাকার-ধ্বনি,
মহারাণীদের সহ আছাড়ি ভূতলে !
বরং বিবশা দেবী কৌশল্যার মত,
প্রিয় নৃপতির দেহ সাপটি দু'ভুজে,
আটকিব শবাসনে ; করুণ চীৎকারে,
কাঁদাইয়া জ্ঞাতি বন্ধু, কুটুম্বের মেলা !
হায় গো সে ভীম দৃশ্য স্মরণ করিলে,
এখনও দেহ হয় ভয়ে কণ্টকিত !
তোমরা যুগল ভ্রাতা আর জানকীর,
নামের রুদ্রাক্ষ-মালা জপিতে জপিতে,
মুমূর্ষু রাজার প্রাণ হইল বাহির !
রোদন চীৎকার আর দীর্ঘ হা হুতাশ,
অকালিক বৈধব্যের সকরুণ রোল,

গতায়াত অর্থলোভী মহাপাত্রদের,
ভীম কোলাহল যত নাগরিকদের,
পুরোধার স্বস্ত্যয়ন গগণ-বিদারী,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস আর ঘূর্ণিত ঝটিকা,
করিল এ আমাদের দীন প্রাসাদেরে,
জ্বলন্ত শ্মশান কিম্বা জীবন্ত সমাধি।
সত্য দেব, সেই দিন হইতে এ পুরী
হয়েছে সমাধি-স্থল, আজি এ নিশাথে,
দীপ-আধারের এই সম্মুখে বসিয়া,
আমি যেন যোগাসীন স্তব্ধ অন্ধকারে!

* * * *

এক দিন, আশা-দীপ জ্বলিল আমার
হৃদয়ের অন্ধকারে; শুনিনু চকিতে,
যাবেন ভরত রাজা ভেটিতে রাঘবে,
সাধিয়ে আনিতে পুনঃ তোমা সবাকারে।
কতই মন্ত্রণা আর কতই যুকতি
করিলাম "দত্তা" সহ! আঁটিনু মানসে,
মোরা দুই জন সখা, ছদ্মবেশ ধরি,
"ভর্-থরি যোগী" সাজি, চমূসহ মিলি,
চিত্রকূটে গিয়া দেব হেরিব তোমারে।

সন্ন্যাসীর উপযোগী বেশভূষা যত
নানা যত্নে আহরিয়া, সুচতুরা সখী,
গুপ্তভাবে লুকাইয়া আইল রাখিয়া,
সরযূর তটস্থিত "যোগেশ"-মন্দিরে !
মধ্যাহ্ন রজনী যবে, হয়েছে নিশুতি,
দত্তাসহ বাহিরিনু সভয়-অন্তরে !
বোধ হ'ল মোর যেন—নির্জীব প্রকৃতি,
তরুলতা চারি ধারে, তারাও যেন গো,
স্কন্ধ-শাখা-বাহু-স্থিত তর্জ্জনী হেলায়ে,
"কোথা যাও" বলি তারা করিল ভ্রূকুটি !
অত্যাচারী, হত্যাকারী পাপিষ্ঠের মত
মোরা যেন ঘোর চোর !—এই ভাবে, ধীরে,
পশিলাম সশঙ্কিতে শঙ্কর-মন্দিরে !
এক পাশে মন্দিরেতে প্রস্তর-আধারে
জ্বলিছে প্রদীপ-শিখা ; করিতে প্রণতি,
মাথা নোঙাইনু যেই, ব্যোমকেশজটা
নড়িল ; বিস্তারি ফণা, লোলজিহ্ব অহি,
ধাইল সরোষে যেন আমাদের পানে !
ভীত হৃদয়ের কন্যা নহে সে কল্পনা,—
সত্যই শুনিনু দেব, বামদেশে উমা,

কহিল সুস্পষ্ট স্বরে "একি রাজবধূ,
আচার! চোরের মত চাহ তেয়াগিতে
অযোধ্যা? কলঙ্কে তব ডুবিবে জগৎ!
ভানু ও চন্দ্রের মত হবে কলঙ্কিত!"
সহসা বশিষ্ঠ দেব, রাঘব-পুরোধা,
কি জানি কেমনে তথা আসি উপস্থিত!
"ঊর্ম্মিলে"!—আমাতে যেন নাহি আমি আর।
"ভয় নাই—চেয়ে দেখ"—এত বলি ঋষি,
আমার চক্ষের আগে ধরিলা অদ্ভুত,
দীপ্তি-ছটা-উদ্গারিণী "মায়ার আরসী"!
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোর অশক্ত-নয়ন
মুকুরের রশ্মিজালে হইল গ্রথিত!
হায় দেব, কি দেখিনু? কেমনে বলিব!
তোমার শ্রীকান্ত মূর্ত্তি, প্রেম-উদ্ভাসিত,
দেখিনু সে মুকুরেতে; পদপ্রান্তে তব,
দানবের কন্যা এক, ভুবনমোহিনী,
তোমার সরোজমুখে সতৃষ্ণ-নয়নে
চাহিতেছে! প্রেমভিক্ষা যাচিছে রূপসী!
"আর কি দেখিতে চাও"? জিজ্ঞাসিলা ঋষি।
"না—না" বলি, আমি দশ অঙ্গুলি-বিক্ষেপে,

ঝাঁপিনু বদন মম ; লজ্জা, ভয়, ঘৃণা,
আত্মার ধিক্কার আর অবসাদগ্লানি,
ক্ষণেকের তরে মোর হরিল চেতনা !
তার পর ? তার পর, ধীরে, ধীরে, ধীরে,
ক্লান্ত শির প্রস্থাপিয়া দত্তার কাঁধেতে,
আবার ভবনে দেব আসিলাম ফিরি !
সে রাত্রে, শপথ করি বলিতেছি দেব,
নিদ্রা আইল না চক্ষে ! সে চিত্রের কথা
ভাবিতে ভাবিতে, হল অবসান নিশি।
বিহীন-মাধুরী-রস বালিকার প্রেম—
নাহি তাহে প্রাণ স্ফূর্ত্তি, নাহি নবীনতা ;
নিত্য-নব-রঙ্গিণী সে রূপসীর প্রেমে
তাই কি মজিলা দেব ? অথবা আমার
চিত্তভ্রান্তি ; গত রাত্রে, আকুলি ব্যাকুলি,
সে চিত্রের অবশেষ কেন না হেরিনু ?
শয্যা ত্যজি, ঊষা কালে, মনের আবেগে,
ভ্রমিতে লাগিনু একা উদ্যান-ভিতরে।
"কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে মাধবী-লতিকা,
সহকার-তরু বিনে কভু নাহি বাঁচে" ?
এত বলি, রঙ্গ করি, এক লতিকারে,

তুমিই রোপিয়াছিলে শ্রীফলের মূলে ?
দৈব-ক্রমে, আন্ মনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
হইলাম উপস্থিত সেই তরু-তলে।
কি দেখিনু ? দেখিলাম, হতশ্রী হইয়া,
ভূমিতলে লতিকাটি পড়িতেছে লুটি !
তার দুঃখ হেরি, মোর দুঃখ গেল চলি—
পোড়া অধরেতে হাসি আসিয়া জুটিল !
ভাবিনু "শ্রীফল তুমি প্রণয়-উদ্যানে !
কোন্ সে রূপসী পারে তোমারে ভুলাতে" ?
মিথ্যা চিত্র ; হিয়া মোর পূরিল আশ্বাসে।
সৃষ্টি-ছাড়া তুমি দেব ; জনপদ-হীন,
হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যানী,—
সে স্থানেও কেবা আছে তোমার মতন ?
গাত্র-কণ্ডূয়ন যবে করে কুরঙ্গীর
কুরঙ্গ, কুরঙ্গে তার ফিরাও কি আঁখি ?
যে সরসে রবি দেব সতৃষ্ণ-বদনে
চাহেন নলিনীপানে, বীতস্পৃহ ঋষি,
তাহার কুনীর-স্পর্শ কর না কি তুমি ?
লইতে সমিৎকুশ যাও না কি তথা,
যথায় অযত্নসিদ্ধ আরণ্য-আদরে,

রাখে তরু ব্রততীরে ছাঁদি বাহু-পাশে ?
জানকীর পদতলে বিঁধিলে অঙ্কুর,
বাম করে ধরি সেই চরণ সুঠাম,
ব্যস্ত যবে হন্ রাম সুখময় দুঃখে,
তুমি কি সলজ্জ হয়ে, থাক অধোমুখে ?

*　　　*　　　*

গেল দিন, গেল মাস, দুটি বর্ষ গত,
মাধুরীর ভাব যবে ধরিল নিরাশা,
মুছিনু চক্ষের জল ! দত্তারে পাঠায়ে,
সরযূ-মৃত্তিকা দেব, গৃহে আনাইনু।
আমি গো রাজার বধূ; কুম্ভকার সাজি,
গড়িলাম বিরহের মোহন বিগ্রহ !
সেই মূর্ত্তি লুকাইয়া রাখিনু যতনে
এই চন্দ্রশালা-গৃহে ; নিশীথে দিবসে,
যখনই অবসর পাইত এ দাসী,
পূজিত গো বিগ্রহেরে আগ্রহ-অন্তরে !
কহিতাম "হে বিরহ, শক্তিময় দেব,
কত শিক্ষা শিখিলাম তোমার নিকটে ;
প্রেম-দর্শনের-সূত্র তুমিই শিখালে ;
নিরাশার চন্দ্রাননে কত যে মাধুরী,

তুমিই দেখায়ে দিলে, হায় রে দেখালে
তোমারই মূর্ত্তিভেদ আশা ও নিরাশা!
হৃদয়ের শত শত শোণিত-শীকর
ঢেলেছি চরণে তব; শান্তিছাগ-শিশু
কাটিয়াছি খড়্গাঘাতে তোমার মন্দিরে;
কত শত সুখ-মেষ দিয়াছি গো বলি,
নও কি প্রসন্ন তুমি দাসীর উপরে"?
আমার এ গুপ্ত পূজা, মন্থরা রূপসী
জানিতে পারিল দেব, না জানি কিরূপে!
এক দিন (মনে নাই কোন্ ব্যপদেশে)
প্রবেশি এ কক্ষে মম, অন্য মনে যেন,
সচঞ্চল তার সেই চরণআঘাতে,
বিগ্রহের চারু মূর্ত্তি ভাঙিয়া ফেলিল!
মূর্ত্তি গেল গড়াগড়ি; ক্ষমিও গো নাথ,
ঝরিল একটি অশ্রু আঁখি হ'তে মম;
কিন্তু দাসী অপ্রতিভ হইল না কিছু।
কহিল "ভালই বধূ হইল তোমার;
বিরহ ঘুচিল—হবে মিলন এবার"।
হাসিয়া ফেলিনু আমি, মনে মনে তারে
কহিনু, 'চন্দন আর ফুল রাশি রাশি

পড়ুক সুমুখে তোর—তাই হোক দাসি"।

* * *

হে বাঞ্ছিত, তোমার সে দণ্ডক-কাননে,
যান্ নাকি ঋতুমণি ফুলধনু-সাথে,
শিশিরান্তে ? মাতে নাকি বসন্ত-উৎসবে
জীবরাজ্য, তরুরাজ্য, আনন্দে অধীর,
নব-রসে বিপ্লাবিত একই আহ্লাদে ?
যেন কোন যাদুকর মহামন্ত্র-বলে,
অসাড় প্রাণীর চিত্তে অমৃত চেতনা
ঢালি দেয় ; সুকৌশলে দেয় জাগাইয়া
মুগ্ধময়ী ভাবগুলি, ঢুলু ঢুলু-আঁখি !
হায় সে দুর্দমনীয় বন্যার প্লাবন,
বিশাল দুবাহু তুলি, কেমনে অবাধে
দেও ঠেলি ? শঙ্করের অংশ কি হে তুমি ?
কোন্ মন্ত্র ব্যর্থ কর কুসুম-সায়কে ?
হায় সে মধুর কালে, পুলিন-প্রদেশে,
নিবিড় করবী-কুঞ্জে ফুলশয্যা পাতি,
কোন্ এক নদীকন্যা, নবীন ষোড়শী,
(যৌবন-লাবণ্যে মরি ঢলঢল বপু !)
বাঁধে নিজ ভুজপাশে গন্ধর্ব্ব সখারে !

আরো কাছে, আরো কাছে, শিহরি আবেশে
উভে টানি লয় উভে!—সে দৃশ্য কি, দেব,
তব চক্ষু জিতেন্দ্রিয় পায় না দেখিতে?
স্নানান্তে ঝরণা-পাশে আদ্র´-কেশ-রাশি
বসিয়ে বন-দেবতা!—ভুলাইতে তারে,
কত না ললিত রাগ রাগিণী ঝঙ্কারি,
বন-কদম্বের তলে, করে চারু বীণা,
গায় গো বাসন্তী গীতি গন্ধর্ব্ব কুহকী!
নর-চিত্ত-উন্মাদিনী সে ধ্বনি কি দেব,
তব কর্ণ জিতেন্দ্রিয় পায় না শুনিতে?
হায়, যে বাসন্তী জ্যোৎস্না পরতে পরতে,
প্রবেশিয়া তরুরাজী-পল্লব-শ্যামলে,
সরাগ-কুসুম-লতা-পরাগ-কেশরে,
জড় পরমাণু দলে দেয় ঘটাইয়া
তুমুল পরশ-স্পৃহা, তাহার পরশ
পড়ে না কি দেহে তব আয়স-কবচে?
এই তন্ত্র, মহামন্ত্র, ওহে মহাগুরু,
দেও মোরে শিখাইয়া—তা হ'লে আমিও
বসন্ত-উৎসব-দিনে, শ্রুতকীর্ত্তি যবে,
আপাদমস্তক, ঋতুপুষ্প আভরণা,

সুমিত্রা-জননী-পদে নমে সুহাসিনী,
যামিনীতে নিদ্রা যাব বিহীন-ভাবনা !

* * *

হে যোগীন্দ্র, আমার এ নীরস সম্ভাষে,
নহি গো সাহসী আমি, করিবারে তব
যোগভঙ্গ ; ক্ষুব্ধ হয়ে শাপ দাও পাছে।
আর দুই চারি কথা সংক্ষেপে বিবরি,
করিব পত্রের শেষ রোষ-শূলপাণি !

* * *

ভ্রাতৃপ্রেম মধুময় বিদিত সংসারে ;
কিন্তু দেব অন্যপ্রেম নাহি কি জগতে ?
মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, নহে কি কিছুও ?
হায় রে দাম্পত্য-প্রেমে নাহি কি মিষ্টতা ?
মিটে না কি তাহে কভু প্রাণের পিয়াস ?
ঘুচে না কি তাহে কভু শরীরের গ্লানি ?
আনে না কি জ্যোৎস্না কভু ? অকুল-পাথারে
হয় না কি বল দেব তারণ তরণী ?
নাহি কি শকতি তার বাসন্ত হিল্লোল
বহাতে দারুণ শীতে ? করিতে নিদাঘে
সুধাবৃষ্টি ? বরিষায় ঝঙ্কারিতে পিকে ?

ভেবে দেখ ক'টি হিয়া হয়ে গেল চূর!
সর্ব্বগ্রাসী ভ্রাতৃপ্রেম এমনি মধুর!

* * *

গুটিকত শুষ্কফুল লিপিমধ্যে পূরি,
পাঠাতেছি ঋষিবর তোমার সকাশে।
একদিন ফুলগুলি মালার আকারে
গ্রন্থিত ছিল গো সূত্রে। ভুবনমোহন,
নরদেবযক্ষলোকে রূপে অতুলন,
একটী সুন্দর যুবা, কণ্ঠেতে আমার
দিয়াছিল পরাইয়া অতুল যতনে!
কে সে যুবা? সৌম্যমূর্ত্তি! পার কি বলিতে
আপনি গো আপনারে ভুলিবে কেমনে?
সেইদিন, অনশ্বর উজ্জ্বল অক্ষরে
ঊর্ম্মিলার স্মৃতিপটে আছে গো অঙ্কিত!
সেইদিন, নিশিমুখে, পালঙ্কে বসিয়া,
জাগিয়া দেখিতেছিনু সুখস্বপ্ন কত!
হেনকালে, ধীরি ধীরি, অস্ফুট চরণে,
দুই কর দিয়া তুমি পিছন হইতে
ঢাকিলে দু আঁখি মম! বামাস্বরে পুনঃ
সুধাইলে ছল করি "কে বল'ত আমি"?

জানি শুনি রঙ্গ করি দিলাম উত্তর—
"তুমি মোর দত্তা সখী, কেবা আর তুমি" ?
হাসিয়া উঠিলে তুমি হাত সরাইয়া,
হাসির তরঙ্গে আমি গেলাম ভাসিয়া,
চারি চক্ষে হাসাহাসি কতই হইল !
শেষে নাথ ! মোর কণ্ঠে বাহু জড়াইয়া,
প্রাণভরে প্রেমাদরে চুম্বিলে আমারে !
দুই পাখা বিস্তারিয়া, আপনা পাশরি,
নব আম্র-কিশলয়ে চুম্বে যথা অলি !
তার পর, কত যত্ন কতই আদরে,
হে রসিক ! কণ্ঠে মোর দিলে দোলাইয়া
পুষ্পদাম ; উৎপ্রেক্ষিয়া কহিলে কত কি !
কতই হরষে আমি ধরিলাম হৃদে
পুষ্পদাম ; হায় নাথ ! জানিতাম যদি,
ভুজঙ্গিনী হারাকারে বেষ্টেছে আমারে,
তা হ'লে উহারে দেব অন্তরঙ্গ ভাবি,
ভুলিয়াও কখন কি ধরিতাম হৃদে ?
সেই মালা, পরদিন, আনিল ডাকিয়া
বিরহের কালরাত্রি ; পরদিন তুমি,
ছলিয়া বালিকা-মন-নাগরী-কৌশলে,

(হে বীর, অক্ষয় হোক্ বীর-কীর্ত্তি তব) !
গেলে চলি, বীরেশীরে অবীরা করিয়া !
হে ধার্ম্মিক ! বড় এরা বিশ্বাস-পালক
পুষ্পগুলি ; কাজ তব সেধেছে যতনে ;
ভাবী উপকার কত সাধিতেও পারে ;
তাড়াতাড়ি পাঠাতেছি তাই তব পাশে—
এরা তব স্নিগ্ধজন রীতি-ব্যবহারে।

* * *

শাস্ত্রে কহে "ছায়া যথা বস্তু অনুগামী,
তেমতি অনুগামিনী পতিব্রতা নারী
স্বামীর ; স্বামীই তার মতি আর গতি"।
হে স্বামি ! কেমনে তুমি নিজে গুরু হ'য়ে
না দিলে পালিতে ব্রতধর্ম্ম ? নারী-ব্রজে
যুগে যুগে ঘুষিবে অখ্যাতি অভাগীর !
সরোষে কহিবে তারা ভাল আকুঞ্চিয়া
"প্রাসাদের রাজভোগ তেয়াগি ঊর্ম্মিলা,
ধিক্ তারে !—প্রবেশিতে নারিল কাননে
পতি-সঙ্গে ; ধন্য সেই অসামান্যা সীতা।"
হে ধর্ম্ম, তুমিই সাক্ষী, তোমার চরণ
কায়মনোবাক্যে যদি ক'রে থাকি পূজা,

প্রক্ষালিও বিষদিগ্ধ এ ঘোর কলঙ্ক !
কহিও "যে বিহঙ্গিনী নহে উচ্চভাষী,
কলকণ্ঠ নহে সে কি ? স্থির শান্ত নদী
যায় না কি অবশেষে সাগর-সঙ্গমে ?
দেহ প্রাণ করে ক্ষয় স্বামি-মূর্ত্তি-ধ্যানে
যে নারী প্রাসাদে থাকি, রাজভোগ যত
করে তুচ্ছ, হায় সেই বিধবা সধবা,
দেহান্তে কি সুরলোকে, "পতিব্রতা-ধামে"
পায় না গো স্বর্ণাসন ? বেষ্টি তার গলা,
সুরবালা দেয় না কি নাগেশ্বর-মালা ?"

* * *

হে নাথ ! তোমার পাশে থাকিলে এ দাসী,
কতই কতই সুখ ভুঞ্জিত সর্ব্বদা !
তুমিও পাইতে সুখ ; শুনি "*সুখ*"-কথা,
মুখ-ভার করিও না, করি গো বিনতি !
মৃগয়ার অন্তরায় হ'তাম না কভু
দিবসেতে ; যাহা ইচ্ছা করিতে অবাধে !
তারা যথা ডুবে থাকে অদৃশ্য হইয়া
সূর্য্যলোকে, থাকিতাম একধারে পড়ি !
আবার যেমতি তারা যামিনী আইলে,

চন্দ্রের উৎসঙ্গে উঠি হাসে সারা রাতি,
তুমি যদি বনকুঞ্জে আদর-সোহাগে
টানিয়া লইতে মোরে—স্বামি-সোহাগিনী
হায় আমি!—একেবারে যেতাম গলিয়া
লতার বিতান লঙ্ঘি; পাদপ যুগল,
শাখে শাখে পত্রে পত্রে হ'য়ে বিজড়িত,
রোধে যথা বন-পথ, কর দিয়া তথা,
পত্র-অবচ্ছেদ-মাঝে বাতায়ন রচি,
যুগল-খদ্যোত-সম উধাও অধীর,
নিশীথে নিবিড় পথে ভ্রমিতাম দোঁহে!
যে ঘোর কাননে কভু পারে না পশিতে
রশ্মিজাল—তার মধ্যে অবকাশ রচি,
আনিতাম অকস্মাৎ পূর্ণ শশধরে!
পলাত আঁধার-দৈত্য চকিতে সভয়ে!
সে কুঞ্জের বনদেবী, বহুকাল পরে
পেয়ে মুক্তি, আশীষিত আমা দোঁহাকারে!

*   *   *   *

সমীর-বিচ্যুত লতা ভূমে লুটাইলে,
সযতনে তরু কাঁধে দিতাম জড়ায়ে!
তীর-তরু হেঁট হ'য়ে, হেরিত বিস্ময়ে

সুন্দর নলিনী-মুখ, রবিগত-প্রাণা
নলিনী, সঙ্কটাপন্না হোত গো আঁধারে !
দম্পতীর দূতী হ'য়ে, পরম যতনে,
তরুর নিবিড়-শাখা দিতাম সরায়ে।
পথ পেয়ে, রবিদেব, রাখি একধারে
বিমান, অধীর হ'য়ে, পশিত হরষে
কমলের জলময় কেলি-কুঞ্জ-ধামে !
নাগরের বরকান্তি-রূপেতে ভাস্বর
হইত সে চারুকুঞ্জ ! আদর-হিল্লোলে
হেলে দুলে ফুল্ল হোত সুখী সরোজিনী !

* *

জীর্ণতরু-কোটরের বৃদ্ধ গৃধ্ররাজে
তুষিতাম মনোমত আহারীয় দিয়া !
শুক সারী ঝাঁকে ঝাঁকে আসি যে তরুতে
বসে নিত্য, তার তলে সদয়-মুষ্টিতে,
দাড়িম্বের কণা সখে ! দিতাম ছড়ায়ে।
কপোত কপোতবধূ যে তরু-শিখরে
বাঁধে নীড়, তার তলে, অঞ্চল ভরিয়া,
রাখি আসিতাম নিত্য নীবারের কণা !
এই ধর্ম্ম-আচরণ হেরিয়া প্রকৃতি,

ফুল্লচিত্তে পুরস্কার দিতেন দাসীরে !
চীরধারী রাজবধূ-রাজবালা পরে
হ'ত তাঁর কৃপাদৃষ্টি ; অলক্ষিত-ভাবে,
রাখিতেন লতা কিম্বা বিটপীর শাখে,
বাসন্তী দুকূল আর রত্নময়ী সাড়ী !
ক্ষণকাল-তরে সখে, চীর-বস্ত্র ছাড়ি,
পরিতাম রত্ন-ভূষা ; সহাস-বদনে,
দেখিতাম একজনে ; সেই একজন
অতৃপ্ত-আয়ত-চক্ষে চাহিয়া থাকিত !
নয়নের আড় আর করিতে নারিত !

* * * *

গিরি-চূড়ে কতবার হেরিতাম দোঁহে
দীপ্তিময়ী বনৌষধি ! প্রমোদ-কাননে
দেবকন্যাগণ যেন জ্বালিয়া রেখেছে
দীপমালা, প্রকৃতির বিটপি-ঝালরে !
পুনঃ উপত্যকা-ভূমে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
হেরিতাম সেইরূপ অরণ্য-তিমিরে
সুন্দর উৎকট দীপ্তি !—বনৌষধি-ভ্রমে,
ধাইতাম সেই দিকে—অমনি চকিতে,
সশঙ্কিতে, বাহুযুগে জড়ায়ে আমারে

আটকিতে ! ত্রাস-ভগ্ন কম্পিত কণ্ঠেতে
কহিতে "নহে গো প্রিয়ে ! হেরিতেছ যাহা
সঞ্জীবনী বনৌষধি—সাক্ষাৎ শমন
হের ওই লম্বমান অজগর ফণী !
সাত নৃপতির ধন জিনিয়া অতুল,
উদ্গারিছে জ্যোতিশ্ছটা ভুজঙ্গম-মণি !
ফণী আর মণি-মাঝে পার্থক্য করিতে
কে পারে ? এ শির হ'তে হরিতে তোমারে
কে পারে ? তুমিও মম ভুজঙ্গম-মণি !"
সে আশ্লেষে, সে সোহাগে, আদর-সাগরে,
ডুবিয়া যাইত মোর আশঙ্কা ও ভীতি !
অম্লান-বদনে আমি রহিতাম চাহি
অহি-পানে ; স্থিরপ্রভা জ্যোতির সহায়ে,
হেরিতাম রাক্ষসের চিত্রময় দেহে,
নাগবালাদের কত শিল্পময় কৃতি !

* * *

করবীর কুঞ্জে পশি শাখা দোলাইয়া,
ফেলিতাম ধরা-পরে প্রত্যেক কুসুমে !
প্রভাতে অরণ্য-বাসী, সেই পথ দিয়া
যেতে যেতে, পুষ্পলীলা হেরিত যদ্যপি,

কহিত "এ বনে থাকে কিন্নর কিন্নরী ;
তাহারাই প্রতি রাত্রে করে এই লীলা !"

*　　　*　　　*

কভু আচম্বিতে দোঁহে ত্রাস-রুদ্ধ-শ্বাসে
হেরিতাম কুঞ্জ এক চিত্ত-বিমোহন !
পুষ্পগুলি জ্বলে তথা মাণিক্যের মত ;
অলৌকিক গন্ধ তার প্রাণ-উন্মাদন !
একাধারে ধূপধূনা চারু দীপাবলী
জ্বালিয়া রেখেছে যেন প্রকৃতি সুন্দরী !
কুঞ্জমাঝে পুষ্পময় সুখের শয্যাতে,
গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্ব-বধূ মগ্ন প্রেমালাপে !
সুধা'ত গন্ধর্ব্ব যবে ভাব-ভগ্ন-স্বরে
"ভাল কি বাসিস্ মোরে ?" হৃদয়-ভীতিরে
স্বভাব-সুলভ মম চাপল্যে ডুবায়ে,
কহিতাম "না গো" অতি ক্ষীণভগ্নস্বরে !
বাধিত তুমুল দ্বন্দ্ব দম্পতীর মাঝে !
ত্রস্তভাবে পলাতাম মোরা জায়া-পতি !

*　　　*　　　*

কভু শুনিতাম মোরা, বাজিছে অদূরে

বন-বীণা ! বাজাইছে মোহিনী অপ্সরা
কি কৌশলে ! চিত্তহরা এমনি সে গীতি,
হেলে না দোলে না তরু ;—মোহিত হইয়া,
শোনে গীতি ! পক্ষী সব অবাক উৎকর্ণ !
নিঃশঙ্ক নিস্পন্দ নেত্রে হরিণ হরিণী
ঘেঁষে ঘেঁষে বসে আসি আমাদের পাশে !
কলনাদী হংসকুল, সন্তরণ ছাড়ি,
শ্রেণী গাঁথি, পুলিনেতে দাঁড়ায় আসিয়া,
জড়কল্প, শ্বেত-শিলা-বিরচিত যেন।
নৃত্যশীল ময়ূরের চারু বর্হরাশি,
ছাড়ি ঊর্দ্ধ চক্রভাব ধরিত সহসা
ঋজুতা, এমনি মরি অদ্ভুত সে গীতি !
শুনিতে শুনিতে মোর উন্মত্ত পরাণে
হ'ত সাধ, উচ্চকণ্ঠে, পরাণ ঢালিয়া
মিশাইতে গানে গান, রাগেতে রাগিণী !
পরিণাম অবিচারি, আপনা পাশরি,
আমরা দুজনে মিলি উঠিতাম গাহি !
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্, আক্রোশ-বিকৃত,
অদৃশ্য বীণার তার উঠিত গো বাজি !
শেষে ক্ষীণ অপ্রসন্ন নিরাশার সুরে

সমীর-সাগর-বক্ষে মিলাইয়া যেত !
কোকিল-পঞ্চম আর ময়ূর-প্যাখম,
লীলাময় গাত্রদোল তরুলতা সবে,
রাজহংস জলকেলি, আঁখির হিল্লোল
হরিণী, পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশ ধরিত !
স্বপ্নময় যেন ঘোর নিদ্রা-অবসানে !

* * *

সন্ধ্যাকাল ! বেলা যবে করে ঝিকিমিকি,
চক্রে চক্রে অন্ধকার ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
আসিয়া বসিত যবে তটিনী-উরসে,—
এলাইয়া কেশরাশি, কেশের তরঙ্গ
তটিনী-তরঙ্গে ঢালি, "নদী-কন্যা" সাজি,
থাকিতাম মধ্যজলে আকণ্ঠ ডুবিয়া !
বনাশ্রম-পানে তুমি প্রত্যাগম-কালে,
অবশ্য যাইতে সেই নদী-তট দিয়া !
অকস্মাৎ আচম্বিতে হেরিতে আকারে !
সুন্দর অদৃষ্ট-পূর্ব্ব নদীকন্যা ভাবি,
একদৃষ্টে, স্তম্ভিত ও চিত্রিতের মত,
রহিতে তাকায়ে তুমি সেই মূর্ত্তি-পানে !
ধীরে ধীরে অন্ধকার-কুজ্ঝটির মাঝে,

কল্পনাসম্ভূত মূর্ত্তি মিলাইয়া যেত!
যেন কিছু আলাভোলা আনমনা হ'য়ে,
পশিতে কুটীরে তুমি! আর্দ্র-কেশ-বেশে
আমিও ক্ষণেক পরে যেতাম সত্বরে!
বিস্ময়ে সুধাতে "একি?"—কহিতাম হাসি,
"আমি সেই নদীকন্যা, তব চিরদাসী!"
তার পরে, রুষি নদ, আনন্দের রোষে,
প্রসারি বাহুর শাখা, বেষ্টিত নদীরে!

* * *

ভাল কথা এল মনে; রমণী-আনন
বিষাক্ত তোমার পক্ষে, কিন্তু তব পাশে
যায় যদি শান্তমূর্ত্তি পুরুষ সুধীর
বনাশ্রমে, তাহারেও উচিত সৎকারে,
ভেটিতে কি রঘুমণি, তব শাস্ত্রে মানা?
পুণ্ডরীক নামে ঋষি—নিশ্চিত তাহারে
ভুলিয়া গিয়াছ দেব; দুই একবার
মিথিলায়, বহুবার দেখিয়াছ তারে
অযোধ্যায়; কিন্তু দেব ছিল না তোমার
বন্ধুত্ব, তাহার সাথে—নিশ্চিত নৃমণি,
স্মরণ নাহিক তব তাহার আকৃতি!

গুরুপুত্র পূজাস্পদ তাতের আমার
এই পুণ্ডরীক দেব ; বহুকাল হ'তে
উদাসীন, বীতস্পৃহ সংসারের প্রতি !
তীর্থযাত্রা-উদ্দেশেতে যাইবেন তিনি
চিত্রকূটে ; বড় ইচ্ছা ভেটিতে তোমায়,
উচিত সৎকারে তারে তুষিও নৃমণি !
নবীন যুবক সেই পুণ্ডরীক ঋষি,
কিন্তু তোমা হ'তে কনিষ্ঠ ; দিও না লজ্জা-
অর্ঘ্য-নীরে নিজে তার ধুইও না পদ !
ঘন ঘন চাহিও না তার মুখ-পানে !
হায় ! তপস্বীর ব্রতে নবীন সে ব্রতী—
বার বার করিও না তাহারে বিব্রত
কূট প্রশ্নে ; রাত্রি হ'লে শোয়াইও তারে
নিজ পাশে, মহাযত্নে, অজিন-আসনে !
গভীর, গভীর রাত্রি ! বনজ অনিল
দোলায় ঈষৎ ওই শিরীষ-পল্লবে ;
বসিছে কূটজ-শাখে নিঃশব্দে, নীরবে,
সারি সারি আভাময়ী বন-খদ্যোতিকা !
ঘুমাও, ঘুমাও দেব ; বার বার কেন
উঠিছ চমকি তুমি ? পুণ্ডরীক ঋষি

সুখে নিদ্রা যাইতেছে তোমার পারশে !
তুমি কেন আজি অনিদ্র ? শরীর তব
হ'য়েছে কি আজি অসুস্থ ? চমকি কেন
চাহিতেছ বার বার পুণ্ডরীক-পানে ?
বিস্ময়ে তাকায়ে কেন চাহিছ নৃমণি ?
অঘটন ভাবিও না তপো-বিভাবসু !
উষ্ণতর বহিতেছে পথিকের শ্বাস
পথক্লেশে ; স্বপ্নে হেরি মিথিলা-নগরী,
দুরু দুরু কাঁপে অই পথিকের হিয়া ;
তাপসের সুখ-খিন্ন সুকর-অঙ্গুলি,
যেন কোন প্রিয়দত্ত সামগ্রীর ভ্রমে,
স্পর্শিছে ললাট তব ; চারু ওষ্ঠ যুগ,
সদ্যো-বিকশিত-দল কুসুমের মত
ব্যবহিত ; যেন তারা করিছে প্রতীক্ষা
নিশির-শিশির-বৃষ্টি, প্রাণময়ী সুধা !
ওকি ! ওকি ! ধড়মড়ি সহসা কেন গো
শয্যা ত্যজি, লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিলে ?
জাগ্রতে কি দুঃস্বপন হেরিলে নৃমণি ?
শূন্য স্বচ্ছ আকাশের চন্দ্রাতপ হ'তে
পড়িল কি ভুজঙ্গিনী তোমার উরসে ?

পর্ব্বত-ফাটল-বাসী বৃশ্চিক দুর্ম্মতি
দংশিল কি তব অঙ্গুষ্ঠে ? রোষাগ্নি কেন
জ্বলে চক্ষে ? আঁখিদ্বয় আয়ত বিস্ফারি,
কটমট চাহ কেন অতিথির পানে ?
নহে ও তাপস !—ও যে ছদ্মবেশী নারী !
হে পুরুষ ! তাহে তব কিবা বল ক্ষতি ?
হে নায়ক ! নহেক ও খোটি পরনারী !
গাঢ়তর—গাঢ়তর—ঘোর আলিঙ্গনে
বাঁধ ওরে ; অদর্শনে দ্বিগুণ উৎসাহে,
কণ্ঠে গণ্ডে ওষ্ঠযুগে দাও গো ঢালিয়া
তপ্তোষ্ণ চুম্বন শত—সুধা রাশি রাশি !
গৃহ ছাড়ি—পুরী ছাড়ি—ছদ্মবেশ ধরি,
এসেছে ঊর্ম্মিলা আজি নাথের সকাশে !

* * * *

হে কল্পনা, এত দূরে পৃষ্ঠে মোরে আনি,
বন-অশ্বিনীর মত, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি,
ফেলিলে, আঘাত বড় লাগিয়াছে বুকে !
তাপস বালক যথা বৈহায়সী গতি
শিখি নব, দুঃসাহসে আত্মম্ভরী হ'য়ে,
শূন্য মার্গে উঠি দূরে, যায় গো পড়িয়া

রুক্ষ ধরণীর বক্ষে, আশা চূড় হ'তে
নিরাশার অন্ধকূপে গেলাম পড়িয়া !
হে বিধাতঃ ! কেন মোরে মানব করিয়া
সৃজিলে ? দেবতা যদি করিতে আমারে,
কল্পনাও দৈব-বলে সত্য হ'ত আজি !
অহো ! এই মর্ম্মভেদী নিরাশ-ঝঞ্জনা !

* * *

হে যামিনি, নিত্য তুমি অনিচ্ছু পোহাতে ;
আজি কিন্তু চিরপ্রথা স্বধর্ম্ম ভুলিয়া,
চাহিছ পোহাতে শীঘ্র ! ম্লান শশধর
শশব্যস্তে পশিছেন পশ্চিম আকাশে ;
অর্দ্ধস্ফুট কমলের সৌরভ আহরি
কক্ষমাঝে বিচরিছে যামান্ত-সমীর ;
আনন্দে মেলিছে আঁখি কুসুম-যুবতী ;
নড়িছে নীড়ে বিহঙ্গ ; স্তুতি-আয়োজন
ঊষারাণী-বৈতালিক করিছে পাপিয়া !
সকলে আনন্দ-মগ্ন ; আমি শুধু হায়
নিরানন্দ ! আয় পত্র, শেষ করি তোরে
নিরানন্দে, গুটিকত শেষ কথা ক'য়ে !
দূতী তুই, বিনিয়োগ করিছে ঊর্ম্মিলা ;

কি যে দশা ঊর্ম্মিলার, কহিস্ তাঁহারে !—
"এইরূপে নিত্যদেব ! যামিনী পোহালে,
সৃষ্টি-ছাড়া-ভাগ্যধরী দুঃখিনী ঊর্ম্মিলা,
ঘোর অন্ধকার হেরে ঊষার আননে !
সান্ধ্য তারা ঝলে তার অদৃষ্ট-আকাশে !"
রে পত্র কহিস্ তাঁরে "হিমানী-কুহেলী
ঊর্ম্মিলার শারদীয় মুখ-শশধরে
করিয়াছে মেঘাচ্ছন্ন !—বিপরীত বিধি !"
"যৌবন-বসন্তে বহি তপ্ত ঘূর্ণ বায়ু,
করিতেছে জরাজীর্ণ শ্যামল পল্লবে !"
"মানস-সরসে যত সরোরুহ-দল
দিন দিন হিমক্লিষ্ট, পঙ্কিল, মলিন" !
আর কি কহিবি তাঁরে, বল্ বর্ণ-দূতি ?
ঊর্ম্মিলার জানাবার কিবা আর আছে ?
জানাস্ ঊর্ম্মিলা-হৃদে চিন্তার দংশনে
এমনি দারুণ এবে হয়েছে যন্ত্রণা,
বিষাদ-কালিমা-মাখা মুখ নিরখিলে,
নিষ্করুণা নিজে হায় উঠে রে শিহরি !
জানাস্ জানাস্ পত্র, ঊর্ম্মিলা-আনন
এমনি হ'য়েছে এবে অস্থি-চর্ম্ম-সার,

মাতৃক্রোড়ে, দূর হ'তে, উঠে শিশু কাঁদি,
আতঙ্কে মানসে তারে উপদেবী ভাবি !
জানাস্ জানাস্ পত্র, জানাস্ তাঁহারে,
কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, নিশীথে, প্রভাতে
অযোধ্যার রাজপুরী-পরেত-ভূমিতে,
কভু চীরগ্রন্থি-বাসে অর্দ্ধ-বিবসনা,
আধা-বিমণ্ডনে কভু বিহ্বলা মোহিনী,
শ্লথ-বিলম্বিনী-জটা, জ্ঞানবুদ্ধিহারা,
আপনি আপন মনে শত প্রলাপিনী,
যেন কোন হারা-রত্ন অন্বেষণে রতা,
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে ছায়াদেহময়ী,
একটি রমণী-মূর্ত্তি ঘোরে অবিরত !